জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে
আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

মূল ঃ মাওলানা মুঈনুদ্দিন আশরাফী

Anjuman-E-Ashrafiya Bangladesh
https://ashrafilibrary.blogspot.com

জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে
আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া

(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

মূল

মাওলানা মুঈনুদ্দিন আশরাফী

খাদেম দারুল ইফতা জামে আশরাফ

কাছাউছা শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https:// ashrafilibrary.blogspot.com

প্রচারে

আঞ্জুমান-এ-আশরাফীয়া বাংলাদেশ

জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে
আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

মূল

মাওলানা মুঈনুদ্দিন আশরাফী
খাদেম দারুল ইফতা জামে আশরাফ
কাছাউছা শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https:// ashrafilibrary.blogspot.com

প্রকাশকাল ঃ
২২ই মার্চ ২০০৯

মুদ্রণ ঃ
জয়নাব প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৩৫৫৭৩৭, ০১৭১১১৭৬৭২৩

হাদিয়া ঃ ৪০ টাকা

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

পীর কিবলার অনুমতি ও দোয়া

আশরাফী বংশের অতি সম্মানিত বুজুর্গ আলা হযরত আশরাফী মিয়া এর জীবনী সংক্রান্ত উর্দু "আলা হযরত আশরাফী মিয়া আরবাবে ইলম ওয়া মারেফত কি নজর মে" পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় আঞ্জুমান-এ-আশরাফীয়া বাংলাদেশের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা ও দোয়া রহিল।

তারি সাথে সাথে যারা এই পুস্তকখানি বাংলায় রূপান্তর করতে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছে তাহাদের জন্য মহান প্রভু ও মদীনা ওয়ালার পক্ষ থেকে বয়ে আনুক অনাবিল উভয় জাহানের প্রশান্তি। আমিন।

মাখদুমুল উলামা, শায়খে আজম আলহাজ্ব আবুল মাহমুদ সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (মাঃ জিঃ আঃ) সাজ্জাদানাশীন সারকারে কাঁলা আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া হাসানীয়া কাচ্ছাউছা শরীফ, আমবেদকার নগর, ফায়জাবাদ ইউ. পি. ভারত।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমরা এই মর্মে আনন্দ ও শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, আলা হযরত আশরাফী মিয়ার জীবন সংক্রান্ত পুস্তকখানি বাংলাতে অনুবাদ হওয়ায় অনেক ত্বরীকতের পীর ভাই ও বোনগণ আশরাফী আলা হযরত সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আমরা এই দোয়াই কামনা করছি যে, সারা জীবন যাতে করে আশরাফী সিলসিলার খেদমতে নিজেকে ব্রতী করে রাখতে পারি। আমিন।

এড. আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম চৌধুরী আশরাফী
সভাপতি
আঞ্জুমান-এ-আশরাফীয়া বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমরা এই মর্মে আনন্দ ও শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, আলা হযরত আশরাফী মিয়ার জীবন সংক্রান্ত পুস্তকখানি বাংলাতে অনুবাদ হওয়ায় অনেক ত্বরীকতের পীর ভাই ও বোনগণ আশরাফী আলা হযরত সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আমরা এই দোয়াই কামনা করছি যে, সারা জীবন যাতে করে আশরাফী সিলসিলার খেদমতে নিজেকে ব্রতী করে রাখতে পারি। আমিন।

Gulzar Ahmed Ashrafi
Sadharon Sompadok,
Anjuman-E-Ashrafiya Bangladesh

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্তা'আলার জন্য, যিনি তার প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত এবং সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম এর উপর যিনি কোরআন সুন্নাহ ও তাঁর বংশধরগণকে উম্মতের হেদায়েত এর দিশারী হিসাবে রেখে যান। অনুরূপ ভাবে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়্যিন, তাবে-তাবেয়্যিন, আম্বীয়ায়ি মুত্তাহিদ্বীন ও আওলিয়া কেরাম এর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। যারা কোরআন সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিকে মুসলিম সমাজকে শরীয়ত ও ত্বরীকত এর শিক্ষা দানে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। যুগে যুগে পীর-মাশায়েখগণ ঈমাম, মুযতাহিদ ও মুযাদ্দিসগণ এর পাশাপাশি মুসলিম সমাজকে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আত্মসুদ্ধির পথে পরিচালিত করে আসছেন। যাদের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ ধর্মীয় আচারানূষ্ঠানে তত্ত্ব ও রহস্যজ্ঞান অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পীর-মাশায়েখগণের ভূমিকা অপরিসীম। তারা কোরআন হাদীসের আলোকে নিজ নিজ ত্বরীকার মুরীদানকে শরীয়ত ও ত্বরীকত এর দীক্ষা প্রদান করেছেন। যা অনুসরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের সাফল্য অর্জন করে আসছেন। সেই লক্ষে পীর-মাশায়েখগণের একান্ত পরিচিত ও জীবন শিক্ষা লাভের প্রয়োজনে মাওলানা মুহাম্মাদ মঈনুউদ্দীন আশরাফী খাদেম, দারূল ইফতা জামে আশরাফ, কাচ্ছাউছা শরীফ, আম্বেদকার নাগার (ইউপি) ভারত, উর্দু ভাষায় "আলা হযরত আশরাফী মিয়া" এর জীবন কাহিনী লিখিত বইটিকে সকলের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতঃ তা মুদ্রণের ও প্রকাশের পীর-ক্বিবলাহ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আল্লাহ্পাক নেক নিয়ত ও আমল সমূহ কবুল করুন, আ'মীন।

প্রকাশক।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

তারানা-এ-আশরাফী

সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাস্তাগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন তুয়েমা।
সাইয়্যেদী মাখদুম আশরাফ গাউসুল আলাম দাস্তাগীর,
মাযহারে শ্বানে আলী আওর চিশ্‌তকে বাদরে মুনীর।
সাহেবে যুদো সাখো স্বায় চাশমে রৌশন জামীর,
হোগায়ী হ্যায় গামকি হ্যতো চাশমে পুরণাম মিসলে নীর।
সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাশতাগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন তুয়েমা।
নাইয়ায়ে বুরজে বেলায়েত সাহেবে ইজ্জো ওয়াকার,
মাদনে ফায়েজে কারামাত তেরে দ্বার কি হ্যায় বাহার।
হ্যায় গোদাওশাহ্ পার তেরি এনায়াত বেতমার,
আপকি জাতে মুকাদদাস পার হ্যায় কুল দ্বার ও মাদার।
সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাশ্‌তাগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন তুয়েমা।
নূরে বাতুহা কি তাজাল্লী হার তারাফ জ্বালোয়া ফাগান,
নূসরাতে গাউসুল ওয়ারা ফায়েজানে খাজা মোজেযান।
আওলীয়া আকতাব সে আ-বাদ হ্যায় তেরা চামান,
ব্যাহ্‌রে নূরুল আয়িন কারদো দূর সাব রাঞ্জ ও মোহন।
সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাস্তাগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন শূয়েমা।
জামে আশরাফ হে ফুরুগে সুন্নিয়াতকি শাহে কার,
জামে আশরাফ ফায়েজে মাখদূমীকি হ্যায় এক ইয়াদগার।
জামে আশরাফ আহম্মাদ আশরাফকি তাখইয়ুলইকা মিনার,
হো সালামাত তা আবাদ ফুলে ফালে লাইলুন নাহার।
সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাস্তাগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন তুয়েমা।
লেলিয়ে হ্যায় ফিতনা পারদাজোকি ফিতনোনে জানাম,
হ্যারস দূনিয়াকে লিয়ে কুছ ছুটে রাকখে হ্যায় শানাম।
তেরে চৌওখাঠপে ইয়াহিতো হ্যায় ইলতিজা বাদি ধানাম,
আশিয়ে ইজহারকি রাখলিজিয়ে আঁকা ভারাম।
সারওয়ারা শাহা ক্বারীমা দাস্তগীরা আশরাফা,
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার এক নাযার কুন শূয়েমা।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

জন্ম ঃ

কুতুবে রাব্বানী, হাম সাবিহে গাউসে আযাম জীলানি, আ'লা হযরত মাওলানা আলহাজ্জ সাইয়্যেদ শাহ্ আবু আহম্মেদ আলী হোসেইন আল্ আশরাফী আল জীলানি, কুদ্দেসসিরহুন নুরানী, সাজ্জাদাহনাশীন আস্তানা-এ-আশরাফীয়া, ২২শে রবিউসসানি, ১২৬৬ হিজরী সনে রোজ সোমবার সুবহোসাদিকের সময়ে ওলীয়ে কামীল হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ সা'আদাত আলীর ধন (আওলাদ) "কাচ্ছাউছা শরীফ" এ জন্ম গ্রহণ করেন।

শিশুকাল ঃ

শিশুকাল থেকেই নামায-রোজার দিকে অত্যান্ত মনযোগী ও খেয়ালীপনা ছিলেন এবং যত্নবান ছিলেন। তিনি সর্বদা "দরূদ শরীফ" পাঠে মগ্ন থাকতেন। শিশুকাল থেকেই তিনি তার সমবয়স্কদের নিয়ে একত্রিতভাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" যিকিরে রত হতেন। এই নিস্পাপ শিশুদের যিকিরের আওয়াজে তাদের অন্তরে নূরের জ্যোতীর ন্যায় প্রজ্জোলিত হত। তাদের যিকিরের ধ্বনীতে রাস্তার পথিকগণ দাড়িয়ে যেত। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া, তিনি নামাযের সময় হলেই তার দু হাতখানা এমন ভাবে পেটের উপর রাখতেন, মনে হয় যেন মহান প্রভুর সামনে উপস্থিতি পেশ করছেন এবং ঠোট নাড়িয়ে মনে হয় যেন কোরআন তিলাওয়াত করছেন। শিশুকাল থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, যা আওলীয়াদের রূপে বিকাশ ঘটেছে। এক বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি কালামউল্লাহ্ শরীফ এর তাফসীর এবং ব্যাখ্যা করে লোকদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। এতেই প্রতিমান হয় যে, এটাই তার কেরামতের বিকাশ। বিশ্বখ্যাত কবি হযরত শেখ শাদী (রাঃ) আলা হযরত আশরাফী মিয়া এর শিশুকাল সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত ফার্ষী ভাষার ছন্দে লিখেছেন যে,-

"বালা-এর সার শাজে হোশমান্দি,
মি তাফাত সিতারাহ।

একদিন শীতের সকালে শরীরের তাপদাহ করার জন্য তার সমবয়স্কদের নিয়ে একত্রে কিছু খড়কুঠা সংগ্রহ করে এনে আগুন লাগিয়ে শরীরে শীত নিবারন করছিলেন। ঠিক সেই সময় তার সমবয়স্ক এক গ্রামের বালক এসে আলা হযরত আশরাফী মিয়া নিকট বালকটিও তাপদাহ করবে বলে তার আরজি পেশ করলো। বালকটির আরজি শুণে আলা হযরত আশরাফী মিয়া বালকটিকে কিছু খড়কুঠা কুড়িয়ে আনতে বললেন। বালকটি কোথাও খড়কুঠা খুজে পেলোনা।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বালকটি আলা হযরত আশরাফী মিয়াকে ঝড়কুঠা খুজে না পাওয়ার কথা জানালে পরে তিনি বালকটি গায়ের চাদরখানা আগুনে পুড়িয়ে বালকটিকে তাপদাহ করতে বললেন। আলা হযরত আশরাফী মিয়া এর কথামত বালকটি তার গায়ের চাঁদরখানা আগুনে পুড়ে তাপদাহ করলে। এমতাবস্থায় বালকটির চাঁদর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বালকটি তার শরীরে তাপদাহ করে তার বাড়ীতে ফিরে গেলে পরে বালকটির বাবা-মা চাঁদরের কথা জিজ্ঞেসা করলো। সে বললো যে, আমি আলা হযরত আশরাফী মিয়ার কথামত চারদখানা আগুনে পুড়ে শরীরে তাপদাহ করেছি। বালকটির বাবা-মা তার কথা শুণে ভীষণ ভয় দেখালেন এবং চাঁদরখানা ফেরত নিয়ে আসতে বললেন। বালকটি ভীষণ ভয়ে দৌড়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে আলা হযরত আশরাফী মিয়াকে বললো যে, আমার বাবা-মা আমাকে চাঁদরখানা নিয়ে যেতে বলেছেন। নইলে ঘরে স্থান দিবে না। বালকটির ফরিয়াদ শুনে আলা হযরত আশরাফী মিয়া বালকটিকে বললেন যে, তোমার চাঁদরখানা তো তুমি নিজের হাতেই পুড়িয়েছ। তা কি করে ফেরত পাওয়ার আশা কর? বালকটি হযরতের কথা শুনতে নারাজ। কারণ, তার চাঁদরখানা চা-ই চাই। চাঁদরখানা না নিয়ে গেলে বাবা-মা বালকটিকে জানে মেরে ফেলারও হুকমি দিয়েছে। তাই, বালকটি বারংবার হযরতের নিকট ফরিয়াদ করছে। তখন হযরত বালকটির ফরিয়াদ রক্ষা করার জন্য বালকটিকে বললেন যাও, আগুনের সামনে গিয়ে আমার কথা বলো যে, আলা হযরত আশরাফী মিয়া বলেছেন, আমার চাঁদর আমাকে ফিরিয়ে দাও! বালকটি কালবিলম্ব না করে দৌড়ে গিয়ে আগুনের সামনে এসে হাক মেরে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলো যে, হে আগুন, আলা হযরত আশরাফী মিয়া বলেছেন, আমার চাঁদরখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও। বালকটির ফরিয়াদের সাথে সাথে আগুন থেকে বালকটির চাঁদরখানা বালকটির হাতে পেলো। বালকটি খুশিতে আত্মহারা হয়ে চাঁদর খানা নিয়ে বাড়ীতে গেলে পর এলাকার লোকজন তার বাড়ীতে সমাগম হতে লাগলো এবং আগুনে পুড়ানো চাঁদরখানা ফেরত পাওয়ার ঘটনাবলী শুণতে লাগলো। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সত্যিকারের আল্লাহ্‌র মাহাবুব হতে পারলে আল্লাহ্যতা'আলার মাহাবুবের কথা অবশ্যই শুনেন এবং ফরীয়াদ কবুল করে থাকেন। সেই লক্ষ্যে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র মাহাবুব এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকেনা। শিশুকাল থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক রূহানী শক্তি প্রাপ্তি ছিলেন, যা আওলিয়াদের রূপে বিকাশ ঘটে। **"জ্বালিকা ফাদলুল্লাহী ইয়্যুতিহি মাইয়্যাশাও"।**

https://ashrafilibrary.blogspot.com

বাইয়্যেত এবং খিলাফত ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া, তাঁর ভাই ঈমামূল আরফা, হাজী উল- হারামাইন, সাইয়্যেদ শাহ্ আবু মুহাম্মাদ আশরাফ হোসেইন (রাঃ) এর নিকট ১২৮২ হিজরী সনে মূরীদ হন এবং সাথে সাথে এজাজত ও বংশানুক্রমে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই "দ্বীন ও দুনিয়ায় এলেম", "দ্বীনি এলেম" এর শিক্ষার দিক্ষীত হয়ে রূহানী ফায়েজে ভরপুর ফায়েজ প্রাপ্ত হন। বংশের খিলাফত ছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় তৎকালীন সময়ে নিম্নে উল্লেখিত পীর-বুজর্গদের নিকট থেকেও ফায়েজ প্রাপ্ত হন।

০১। হযরত সাইয়্যেদ ইমাদউদ্দীন আশরাফ আশরাফী আল জিলানী উরফ আশরাফী, কাচ্ছাউছুবি, কুদ্দুছিররুহু এর নিকট হতে "কাসবে শুগেল", "যুদাইয়্যা" এবং কিছু যিকিরের বিশেষ অনুমোতি প্রাপ্ত হন।

০২। হযরত শাহ্ রাজ সুন্দি কুদ্দুসিররুহু শুরগাও থেকে খান্দানী ত্বরীকা "ক্বাদরীয়া", "জাহেদীয়া" "তালিম সুলতানুল আজকার", "শুগলে মাহমুদা" এবং আরো অন্যান্য বিশেষ তরীকার যিকিরের অনুমোতি প্রাপ্ত হন।

০৩। হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ আমীর ক্বাবলী কুদসসিরাহ বালিয়া (উত্তর প্রদেশ) ভারত এর নিকট থেকে "ত্বরীকায়ে তালিম", বিশেষ "যিকরে ক্বালবী" এবং "মুনাওয়ারীয়া" ত্বরীকার অনুমোতি প্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ফায়েজ হাসিলের জন্য আলা হযরত আশরাফী মিয়া কুদ্দেসিরহু, আজিজ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের এক ছিলেন যে, এই নূরানী সিলসিলায় এর সনদেও মত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং যাকে "ক্বারীবে ইত্তেসাল" বলা হতো এবং এই সিলসিলা "ক্বাদিরীয়া মুনাওয়ারীয়া" নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে উল্লেখিত মোতাবেক তিনি বড় পীর মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল কাদির জীলানি (রাঃ) এর পর্যন্ত ৪টি স্তর অতিক্রম করেছেন। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াকে হযরত শাহ্ মুহাম্মাদ আমীর ক্বাবলী (রাঃ) এর মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বুজর্গদের নিকট হতে ফায়েজ ও অনুমতি লাভ করেছেন, যথাক্রমে-

(১) হযরত মোল্লা আখন্দ রামপুরী (রাঃ)। (২) হযরত শাহ্ মুনাওয়ার এলাহাবাদী (রাঃ) (তখন তার বয়স ছিল প্রায় ৫০০ বৎসর। (৩) হযরত শাহ্ দৌলা কুদ্দেয়সিরহু (রাঃ)। (৪) মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল কাদির জীলানি (রাঃ)।

মূল কথা ছিল যে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া, হুযুর মাহবুবে সুবহানী কুতুবে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

রাব্বানী গাউশ পাক (রাঃ) এর "বাশারাতে আযমী" এবং এরশাদে আযীম" ছিলেন। "তুবা লিমান বায়ানি, আও লিমান বায়ানি" (সাবআ মেরাত)। প্রকাশ থাকে যে, আলা হযরত আশরাফী মিয়াকে দেখলে বড় পীরকে দেখা এবং বেহেস্তের সু-সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ আ'লা হযরত আশরাফী মিয়ার চেহারা মোবারাক দেখতে অবিকল বড় পীর মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল কাদির জীলানি (রাঃ) এর চেহারা মোবারাকের ন্যায় ছিল। তাই আলা হযরত আশরাফী মিয়াকে "হাম্ শাকাল্ গাউত্তল আযম" বলা হয়।

০৪। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ হাসান গাজীপুরী (রাঃ) (উত্তর প্রদেশ), ভারত এর নিকট থেকে "সিলসিলায়ে ওয়াইশিয়া আশরাফীয়া" ত্বরীকা প্রাপ্ত হন। এই ত্বরীকা হুযুর গাউত্তল আলম মাহবুবে ইয়েজদানী ওয়াশকারনী (রাঃ) এবং হযরত খাজা ওয়াইশকুরনী (রাঃ) কুদ্দুসিররুহু এর নিকট থেকে ফায়েজ প্রাপ্ত হন। এই জন্য এই সিলসিলাকে "সিলসিলায়ে ওয়াইশিয়া আশরাফীয়া" বলা হয়।

০৫। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ নাওয়াজিশ রাসুল সাজ্জাদাহনাশীন (রাঃ) পাড়ুয়া শরীফ, গায়া, বিহার, ভারত এর নিকট থেকে আলা হযরত আশরাফী মিয়া যথাক্রমে -দায়া হারজেইয়ামানি, "শুগলে যেহের", "ইসবাত", "নাফী", "ত্বারীকায়ে রাহে ক্বালবী" এবং "গাঞ্জেনীয়া আদোআইয়্যা" সহ আরো অনেক আমল এবং অযিফা সমূহের অনুমতি লাভ করেন ও ফায়েজ প্রাপ্ত হন।

০৬। হযরত সাইয়্যেদ শাহ্ সা'আদাত আলী মুহাক্কীকি (রাঃ) আওলাদে সাইয়্যেদ হযরত সাইয়্যেদ আহম্মাদ মুহাক্কীকি (রাঃ) খলিফা হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ গাউশে আহম্মাদ গুলইয়ারী, কুদ্দেসিরহু (রাঃ), মধ্য প্রদেশ ভারত এর নিকট থেকে "ত্বরীকায়ে শাত্তারিয়া" এবং হারছ ইয়াজেইয়ামানি অনুমতি লাভ ও ফায়েজ প্রাপ্ত হন।

০৭। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদ্বির সাইয়্যেদ আলী ক্বাদরী, বাগদাদি, কুদ্দুসিররুহু (রাঃ) এর নিকট হতে ১২৯৪ হিজরী সনে প্রথম হজ্জের সফরে "হারছ ইয়াজেইয়ামানি", "ত্বরীকায়ে ক্বাদরীয়া" মুআশিরাতেসুরী এবং মানুই প্রাপ্ত হয়।

০৮। হযরত মাওলানা আজিজ বাখশ কুদ্দুসিররুহু (রাঃ) সূদান। যার সিলসিলা ক্বাদরীয়া ত্বরীকার বুজর্গদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৩২৯ হিজরী সনে হজ্জের সময়ে "মক্কা শরীফে" "হারজেইয়ামানি " এবং "দোয়ায়ে সাইফী" আমল করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েই তখনই এক সপ্তাহ ব্যাপী "হাতিম-এ-ক্বাবা এর মধ্যে সেই

https://ashrafilibrary.blogspot.com

"দোয়ায়ে সাইফী" এর আমল সম্পন্ন করে ফায়েজে পরিপূর্নতা লাভ করেন।

০৯। হযরত শাহ্ মাকবুল আহম্মাদ আখুন্দজী কারুকী (রাঃ) ফারাশখানা, দেহেলউই হতে হারজে ইয়ামানি আমল করার অনুমতি লাভ করেন। মাশায়েখদের মধ্যে হযরত মাকবুল শাহ (রাঃ) তিনি "ক্বাদরীয়া" ত্বরীকার এমন আধ্যাত্বিক শক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গাউশপাকের অনুমতি না পেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাউকে অনুমতি প্রদান করতেন না এবং খিলাফতও দিতেন না। এমতাবস্থায় আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া, যখন শাহ্ মাকবুল (রাঃ) এর নিকট ফায়েজ প্রাপ্তীর জন্য অনুরোধ করলেন, তখন হযরত মাকবুল শাহ্ (রাঃ) বললেন যে, আমি গাউশপাকের অনুমতি পাচ্ছিনা বিধায় আমল ও ফায়েজের জন্য অনুমতি দিতে পারছিনা। সেই মুহুর্তে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া গাউশপাকের দরবারে রূহানী ভাবে ফরিয়াদ করলেন। পরদিন আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) গেলে উত্তরে মাকবুল শাহ (রাঃ) বললেন যে, আপনার সম্পর্কে গাউশপাক বলেছেন যে, আপনি গাউশপাকের আওলাদ, আপনি যা আমল চাইবেন তা-ই পাবেন।

মাওলানা আল হাসান (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি (আখুন্দজী পীর মুরশীদ) আলা হযরত আশরাফী মিয়াকে দোয়ায়ে সাইফী" এর আমলে শব্দ শুনায়ে শুনায়ে ধারাবাহিক ভাবে "ক্বাদরীয়া" ত্বরীকতের বুগর্জদের পিছনে দাড় করিয়ে তার হাতের মধ্যে দোয়ায়ে সাইফী প্রদান করবো এবং অনুমতি বখশিয়ে দিব। এমতাবস্থায় ঐ সময়েই এই সকল পীরানে আলী হযরত আখন্দজী (রাঃ), দুদিনের মধ্যে তৎসহ "দোয়ায়ে হারজে ইয়ামানি" "জাহেরী"- "বাতেনী" এর তালিম দেন এবং "দোয়ায়ে হায়দরী" "হিজবুল-বাহার" এবং "দোয়ায়ে বশমখ" ও আরো অনেক আমলের অনুমতি প্রদান করে হযরত আখুন্দজী (রাঃ) তার সারা জীবদ্দশায় মাত্র ছয়জনকে "দোয়ায়ে শাইফ" আমল করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তার মধ্যে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) কে শেষ ও ৬ষ্ঠতম অনুমতি প্রদান করেছেন।

১০। খাতামূল আকাবীর হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ আলে রাসুল মারে হারবী কুদসসিরাহ সাজাজদাহনাশীন (রাঃ) খানকায়ে বারকাতিয়া মারে হেরাহ) এর নিকট হতে হারজে ইয়ামানি "আশগাল", আজকার খান্দানে মারে সহ সকল আমল করার অনুমতি লাভ ও ফায়েজ প্রাপ্ত হন তাই আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) কে "খাতমূল খুলাফা" বলা হয়।

১১। হযরত মাওলানা মোহাযের মাক্কী (রাঃ) কুদসসিররাহ এর নিকট হতে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

"ক্বাসিদায়েবুরদা" হিযবুল বাহার" "হিযবুল আযাম এবং দালায়েলুল খায়রাত সহ সবগুলির আমলের অনুমতি লাভ করেন।

১২। হযরত মাওলানা আবু আল আহয়িয়া মুহাম্মাদ নাঈম (রাঃ) কুদসসিররাহ ফিরিঙ্গী মহল, নিজের পীর-মুরশীদ ভাই এর নিকট "দালায়েলুল খায়রাত শারীফ এর আমল করার অনুমতি লাভ করেন।

১৩। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ আব্দুল গানি সাহেব (রাঃ) কুদসসিররাহ পাণ্ডুয়া শরীফ এর নিকট হতে "দালায়েলুল খায়রাত শরীফ' এর আমল অনুমতি লাভ করেন।

১৪। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ রিদওয়ান সাহেব মাদনী (রাঃ) কুদসসিররাহ এর নিকট থেকেও "দালায়েলুল খায়রাত শরীফ" এর আমল করার অনুমতি লাভ করেন।

এমনটি ভাবে আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) অধিকাংশ পীর-মাশায়েখ এবং আওলীয়াদের নিকট থেকে ফায়েজ হাসিল করেন এবং তাদের দেয়া তাবারুকাত লাভে ধন্য হয়েছেন। তাহার এই ফায়েজ ও বরকতের বাস্তব প্রমান হলো, তিনি তার জাদ্দে আমজাদ মাহবুবে ইয়াজদানী মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হুযুর সাইয়্যেদ আব্দুল কাদির জীলানি (রাঃ) বাদগাদ শরীফ, ইরাক হতে এমনই ফায়েজ লাভে ধন্য হয়েছেন যে, অন্য কেহই কোন সিলসিলায়ও পাননি।

এজন্য ফাজেলে ব্রেলভী ঈমাম আহম্মেদ রেজা (রাঃ) কুদসসিররাহ নিম্নে ফাসী ছন্দে উল্লেখ্য করেছেন যে,

"আশরাফী অ্যায় রুখতে আইনায়ে হুসনে খুবা,
অ্যায় নাযরে কারদা ওয়া পারদাহ শুয়ে মাহবুবা।

হযরত মাহবুবে ইয়েজদানী মাখদুমূল মাশায়েখ সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানী (রাঃ) কুদসসিরাহ নূরানী এর নিকট হতে আলা হযরত আশরাফী মিয়া যতক্ষন পর্যন্ত অনুমতি পাননি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় তিনি "হারছে-ঈমানী" আমল করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। মাওলানা সাইয়্যেদ আল হাসান (রাঃ), তার খলিফা মাজাজ" হযরত পীর ওয়া মুরশিদ আলা হযরত আশরাফী মিয়া লেখেন যে, কোন এক বুজর্গের অনুমতি ব্যতিত একদিন ফায়েজ হাসিলের উদ্দেশ্যে দোয়া হারজেইয়ামানী পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় পাঠান্তে এক লাইনে "মাজমুন" শব্দের স্থলে পেশ উচ্চারণর করলেন। ঠিত তখনই মাখদুম পাক (রাঃ) এর গায়েবী ভাবে পাক জাবানের আওয়াজে পেশ এর স্থলে যের পাঠ করতে বললেন। উল্লেখ্য যে,

আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) অনেক বুজর্গদের নিকট হতে "আমলে সাইফী" এর আমল করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি জীবদ্দশায় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত "আমলে সাইফী" এর আমল করে এসেছেন?। যা "আমলে সাইফী" বই খানা আশরাফ হোসাইন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই দোয়ার এতই ফযিলত যে হুযুর তার পাক জবানে যা বলতেন তা হয়ে যেত। আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ), "মাহবুবে মাহবুবা" ফাখরে রাসুল" "সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন" "তা-হা" ওয়া ইয়াসিন" সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম এর দরবার হতে বহু তাবারুকাত প্রাপ্ত হয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে হারজে ইয়ামানী" এর আমল করারও দরবারে রিসালাত হতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। হযরত সাইয়্যেদ আলে হাসানা (রাঃ) শাজরাহ-এ-আশরাফীয়া" এর মধ্যে পত্রকারে লিখেছেন যে, আলা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) ১২৯৫ হিজরী সনের মহররম মাসে "মদিনা মুনা-ওয়ারায় বসে তিনি প্রত্যেক বসাতে ৪১ বার যাকাতে আসকার" আদায় করতেন। পরদিন রাত্রে খালি মাথায় দোয়ায়ে সাইফী" পাঠ করতে করতে মনে এক ধারণা জাগলো যে, যদি কেহ নবীজির "না-লাইন" মোবারাক আমার মাথার উপর এনে দিত, তা থেকে আমার অনেক ফায়দা হতো। সেইহেতু তিনি দুই লাইন কবিতাকারে বলেছেন যে-

"যো সারনে রাখনেকো মিলযায়ে না-লাইনে পাক হুযুর'
তো ফের কেহেঙ্গে কে হা তাজদায় হাম ভী হ্যায়।

এই ধারণার সাথে সাথেই বাবে জীব্রাঈল থেকে নূরানী চেহারা, মাথার মধ্যে সাদা পাগরী বাধা, খাকি রংগের জুব্বাহ পরিহিত এক যুবক এসে দাড়ালেন এবং দেখলেন তার পীর ও মুর্শিদ এর ডানে পার্শ্বে বসা আলা হযরত আশরাফী মিয়ার মাথায় টুপি নেই। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া "হারছে ঈয়ামানী" তেলোয়াতে বর্ণনায় মশগুল ছিলেন। এমতাবস্থায় লোকটি তাঁর বগলের ব্যাগের ভিতর হতে একখানা টুপী বের করে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং ঈশারায় তাঁকে বললেন যে, এ দিকে তাকিওনা। নবী করীম সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে তাকাও। এই ইংগীত থেকে দুটি অর্থ পাওয়া যায়, যথাক্রমে- (১) তুমি এ দিকে তাকিওনা (২) নবী করীম সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে তাকাও, যিনি তোমার মাথায় তাঁজ পড়িয়েছেন এবং তোমাকে তা দানও করেছেন (সুবহান্ আল্লাহ্)।

এমনিভাবে ফরয নামায পর্যন্ত হুযুর পীর ও মুর্শিদ সেই তাঁজকে মাথার উপর রাখলেন। পরবর্তিতে ঈশরাকের নামাযের পর সেই তাঁজকে মাথা হতে নামিয়ে রাখলেন এবং দেখলেন যে, তাঁজটিতে রেশমের নক্শা করা "না-লাইন্"। নবী

https://ashrafilibrary.blogspot.com

কারীম (দঃ) এর সেই তাঁজ তাবারুক হিসাবে আজও বিদ্যমান। মাখদুমুল মাশায়েখ হতে সারকারেকালা এর পর গাদ্দিনাশীণ শায়খে আযম হযরত মাওলানা আলহাজ্জ সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল জীলানি (মাঃ যিঃ আঃ) সাজ্জাদাহ্নাশীণ আস্তানা-এ-আশরাফীয়া হাসানীয়া, কাচ্ছাউছা শারীফ, এর তত্ত্বাবধানে আছে। প্রতি বৎসরে মাখদূমির "ওরশ শরীফ" "লিবাসে গাওশিয়া" ও মাথায় টুপী পরিধান করে নিজেদের এবং সকল ভক্তদের জন্য উম্মুক্ত জায়গায় যিয়ারত করার সুযোগ করেদেন। যার ফলে সবাই যিয়ারত করার সুযোগ পান। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর এই তাবারুকাত এর কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। একদিন এক লোক আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) কে বললেন যে, হুযুর কেহ যদি নবী করীম (দঃ) এর দরবারে হতে "হারছে ঈয়ামানী" এর আমল করার অনুমতি দেয়া হয়, তা হলে সে কি ভাবে? উত্তরে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) বললেন যে, যদি কাউকে অনুমতি দেয়া হয়, তা হলে সে স্বপ্নযোগে তার চাকোর গারদিশ করলে তার চারিদিকে নূরের আলোকে প্রজ্জোলিত হবে। তা হলে সে দেখতে পাবে এবং তখনই বুঝতে পারবে যে, সে অনুমতি লাভ করেছে। লোকটি আবার হুযুরকে বললো যে, হুযুর আমি স্বপ্নযোগে আপনার নূরানী চেহারা মোবারাক দেখেছি। তখনই হুযুর লোকটি আবার হুযুরকে বললো যে, হুযুর আমি স্বপ্নযোগে আপনার নূরানী চেহারা মোবারাক দেখেছি। তখনই হুযুর লোকটির উপর রাগম্বিত কণ্ঠে হাত নাঁড়িয়ে বললেন যে, তুমি গোপণ কথা ফাঁস করেদাও, তা হলে তোমার অঙ্গ হানি হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চক্ষু অন্ধ বা পা লেংরা বা মুখ বোবা হয়ে যেতে পারে। তাই আমার জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করবেনা।

চিল্লাকাশি ঃ

মাশায়েখদের আমল এবং খানকাহি অভ্যাসগত দিক বৎসরকাল যাবৎ পর্যন্ত গাউত্তল আলম মাহবুবে ইয়েজদানী (রাঃ) এর রাওজা শরীফের কাছে হুজরার মধ্যে ছিল্লায় ছিলেন। ছিল্লার মধ্যে "তারকে হাইওয়ানাত" এবং "খাবারে জালালী ওয়া জামালী" হতে বিরত ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় তিনি রোজাবস্থায় সময় কাটাতেন। তিনি সাহ্রী ও ইফতারের সময় সামান্য একটু চানা খেতেন। তাঁর ছিল্লার কারণে "আনোয়ারে তাজাল্লিয়াত" এবং "আসারে জাহাঙ্গেরী" পরিস্ফুটিত হতে লাগলো। তিনি তখন থেকেই তাঁর ছিল্লার ফায়েজ-বরকত সহজেই সরাসরি অনুমান করতে পারেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হেদায়াত ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ), তাঁর এই মাখদূমী মিশনের প্রচার ও প্রসার এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এই জজবা দেখে লোকে তাঁকে "মাখদূম জাহানীয়া জাহাশীণ" বলে আখ্যা দিতে লাগলো। তাঁর জীবদ্দশায় ঐ সময়েই মূরীদ এর সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ এবং খলিফাদের সংখ্যা ছিল ১৩৫০ জনেরও বেশী। উল্লেখ্য যে, একমাত্র দ্বীনি সুন্নিয়াত এর খুটি হিসাবেই তাঁর মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তাই তাঁকে "মুসান্নিফ" বলা হতো। তিনি মাদরাসা, লাইব্রেরী এবং আশরাফী প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেক মাদরাসায় সভাপতিত্বও করেছেন। জামে আশরাফীয়া মিস বাহুল উলুম মোবারাকপুর, জামে আশরাফীয়া, খানকায়ে আশরাফীয়া হাসানীয়া সারকারেকাঁলা, কাচ্ছাউছা শরীফ, তাঁর জীবদ্দশায় দ্বীনের প্রচার এবং প্রসারের পরিচয় বহন করে। যার উপর দুনিয়া সর্বদা গৌরব করতে থাকে। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর নূরানী চেহারা মোবারাক এর দিকে যেই তাকিয়েছে সেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে ভক্ত হয়েছে। কারণ এই চেহারা মোবারক কোন সাধারণ লোকের নয়। তাই সবাই তাঁর ছায়াতলে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অর্ন্তভূক্ত হতে থাকে।

হজ্জ ও যিয়ারত ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) কুদসসিররাহ্ নূরানী সর্ব মোট চারবার হজ্জে বায়তুল্লাহ্ শরীফ গমণ করেছেন এবং মদিনায় রাওজাপাক এ যিয়ারতের জন্য হাজিরী দিয়েছেন। প্রত্যেকবারেই দরবারে রিসালত থেকে বিশেষ বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর এই সফর মোবারক এর মধ্যে তিনি মিশর, শাম, বায়তুল মোকাদ্দাস্, কারবালা মোয়াল্লা, হামশ শারীফ এবং আরো অনেক পবিত্র স্থান যিয়ারত করেছেন। অনেক আম্বীয়ায়ে কেরামগণের এবং আওলীয়াদের দরবারেও হাজিরা দিয়েছেন। যখন তিনি শেষ সফর করেন, তখন অনেক উলামা, মাশায়েখ আশরাফী সিলসিলায় দাখিল হয়েছিলেন এবং তিনি এজাজত ও খিলাফত প্রদান করেছেন।

বিদ্যা ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ), কোন মাদরাসা হতে শিক্ষা লাভ করেননি। তিনি নিজের ঘরেই সিলসিলার ধারাবাহিকতায় "তাফসীর", "হাদীস", "ফিকাহ্", "তাসাউফ" এবং "উলুমে-ফুনুন" সহ সকল জ্ঞানের এমনভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন যে, যার ফলে ঈমাম আহ্মাদ রেজা, মুহাক্কীক,

মুজাদ্দীদ, সাদরে আফাযিল এবং মুফাসসিরে আযমগণও তাঁর তাফসীর ও ওয়াজ শুণতেন। তাঁর হাদীস সম্পর্কে এতই জ্ঞান ছিল যে, একটি উদাহরণ দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয়, যেমন- হযরত শেখ আব্দুর রৈজা আল মারুফ ওরফে রতন বাবা (রাঃ) কে "সাহাবী" বলে আখ্যায়িত করতেন বিধায় অনেক মুহাদ্দেশীণগণের মধ্যে ঈমাম জেহ্বী (রাঃ), বাবা রতন (রাঃ) কে "সাহাবী" বলে মানতেননা, কিন্তু গাউস্তল আলম মাহবুবে ইয়েজদানী মাখদুমূল মাশায়েখ মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানি (রাঃ), বাবা রতন (রাঃ) কে "সাহাবী" বলেমানতেন। অতঃপর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর সমর্থনকেই তিনি বাবা রতন (রাঃ) কে "সাহাবী" হিসাবে প্রমান স্বরূপ ঈমাম জাহেবী (রাঃ) এর পরিপূর্ণভাবে জবাব জবাব প্রদান করলেন। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর "উলুমে তাফসীর", "আখলাক" এবং "তাসাউফ" এর এতই জ্ঞান লাভে পরিপূর্ণতা ছিল যে, তাঁর উদাহরণ হতে প্রতিয়মান হয়। তিনি আ'লা হযরত তাজুল ফুহুল মাওলানা আব্দুল কাদির বদইয়ুনি (রাঃ) এর সম্মুখে ১৩২৭ হিজরী সনে "রওদাদ" সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, এ ধরনের কিছু হয়েই থাকে, যেমন- মুয়াজ্জাম সাইয়্যেদ আফহাম বাকিয়াতুল সালফে সালেহীন যুহাদাতুল আ'রেফীন বলেন যে, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ আলী হোসেইন আশরাফী মিয়া (রাঃ) কোরআনের আয়াত "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-ইকাতুহু ইয়ুছ সাল্লুনা আলান নাবীয়্যি, ইয়া আইয়্যুহাল লাযিনা আ'মানু সাল্লু আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা" এর তাফসীর বায়ান করছিলেন। তাঁর এই বায়ানে এতই শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় ছিল যে, মানুষের হৃদয়ে অন্তরভেদ হয়ে পড়তো।

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর এই অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আ'লা হযরত ফাযেলে ব্রেলভী (রাঃ) বলেন যে, "হাঁক্বায়েক্ব" ও "দাক্বায়েক্ব" মারেফাতের নূর তাঁর অন্তরে প্রজ্জোলিত ও পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। অন্য এক স্থানে আ'লা হযরত ফাযেলে ব্রেলভী (রাঃ), আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর বিদ্যায় শ্বাণে বলতে গিয়ে মাওলানা জাফরউদ্দীন (রাঃ) এর বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের কথা উদাহরণ স্বরূপ বক্তব্যে বলেন যে, মাওলানা জাফরউদ্দীন (রাঃ) আজকাল যেখানে- সেখানে মিলাদ ও ওয়াজ মাহ্ফিলে যেতেন না। তিনি একমাত্র আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর দরবারে অনুষ্ঠিত নিজ আনন্দে ও স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ওয়াজ ও মিলাদ মাহ্ফিলে উপস্থিত হয়ে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে ওয়াজ-মাহ্ফিল শুনতেন। যার এলমে হাক্বায়েক, দাক্বায়েক, খিতাবাত ও মারেফাত, লাতায়েফে আফরীনি এবং নুকতে সানজি সমর্থন করে ফাযেলে বেলভী (রাঃ) এর মত মুহাক্কিক সমর্থনে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

সীলমোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাঁর মারেফাতের জ্ঞান এর দক্ষতা দেখে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও গভীর আনন্দে অতি উৎফুল্লে "আল্লামা ইকবালের" নিম্নে উল্লেখিত একটি উক্তি প্রকাশ করলেন-

"ইয়ে ফ্যায়মান নাযার থা ইয়্যা কি মাক্তাবকি কারামাত থি,
শিখায়ে কিশনে ইসমাঈলকো আ'দাবে ফারযান্দী?

আখলাক বা চরিত্র ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) কুদসসিররাহ্ নূরানী এর মূরীদ ওয়া খালিফা হযরত গোলাম বেক নাইরাং (রাঃ) এবং হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আল হাসান আশরাফী (রাঃ), তাঁরা আ'লা হযরত এর চরিত্র সন্মন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর স্বভাব-চরিত্র, আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুন এতই গুণগত মানের ছিল যা সকলের মাঝে পরিস্ফুটিত হয়ে আছে। তিনি মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ঠ ও প্রস্তুত থাকতেন। নিম্নে তাঁর কিছু গুণাবলী উল্লেখ্য করা হলো-

০১. তিনি কখনো শরীয়ত পরিপন্থি কোন কাজ করেননি।

০২. তিনি কখনো কারো মনে কোন আঘাত বা কষ্ট দেননি।

০৩. তিনি এমন কোন বাক্যই উচ্চারণ করেননি বিধায় তাঁর জীবনে কোন কথা মাকরূহ্ হয়নি।

০৪. তিনি কোন অসহায় লোককে খালি হাতে ফেরাননি।

০৫. তিনি সবসময় মেহমানদের খানা-পিনার জন্য দাস্তারখানা বিছিয়ে রাখতেন।

০৬. তিনি সবসময় মাজহাবের প্রতি সচেতন থাকতেন।

০৭. তিনি সর্বদা মানুষের খেদমতে এবং হাজত পূরণে ব্যাস্ত থাকতেন।

০৮. তিনি ওরশপন্থি চিশতীয়া ত্বরীকার ভাই ও ভক্তদের প্রতি সকল কাজের সহযোগীতা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

০৯. তিনি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবপাড়া-প্রতিবেশী, আত্নীয়-স্বজন, যেকোন মেহমান এবং অনাত্নীয়দেরকেও খুবই মনে-প্রাণে ভালবাসতেন এবং ইজ্জত করতেন। যা তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। এই জন্য আশরাফীয়া খান্দানের মধ্যে ছোট-বড় সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন এবং ইজ্জত-সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

কাশফ এবং কারামাত ঃ

"কাশফ" এবং "কারামাত" আওলীয়াদের জন্য বিশেষ একটি বেলায়েতের পূর্ব

সংকেত। তবে শর্ত সাপেক্ষে বেলায়েতের জন্য কারামাত প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই, প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন বটে। উল্লেখ্য যে, তাঁর জীবনে প্রশান্তির জন্য অনেক কারামতের প্রমান রয়েছে। তিনি "আমলে সাইফী" হাসিলের ফলে জবানে যা বলতেন তা পূরণ হয়ে যেতো, যেমন- যার গর্ভে সন্তান আসেনা তার গর্ভে সন্তান পাইয়ে দিতেন এবং সন্তানের আগাম নামও বলে দিতেন। এইভাবে তিনি হাজার নিঃসন্তানদেরকে আওলাদ পাইয়ে দিয়ে মনের আশা পূরণ করে দিয়েছেন। এইভাবেই তিনি সকলের উপকার করে যেতেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, খান্দানে বারকাতীয়ার সু-প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি হযরত সাইয়েদ্য উলামা মাওলানা শাহ্ আল মুস্তোপা (রাঃ) কুদসসিররাহ্ এর মাতাজানের কোন সন্তানাদি হলেও জীবিত থাকতোনা। এ ব্যাপারে তিনি আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর দরবারে অনেক মান্নত করেন। নানাজান হযরত সাইয়্যেদুল উলামা আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর নিকট অনুরোধ জানানোর পর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) নানাজান কে এই বলে জবাব দিলেন যে, নিজের মেয়েকে কাচ্ছাউছা শরীফে নিয়ে যাও, আমার জন্ম কাচ্ছাউছাতেই।

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া শুধু আওলাদ নহে আওলাদেরও নামসহ রেখে দিতেন, এমন দৃষ্টান্ত বহু প্রমানিত হয়েছে।

১। খাদেমে আস্তানা জনাব মুহাম্মাদ মাতলুব সাহেব কাচ্ছাউছুবি (খানকায়ে আশরাফীয়া হাসানীয়া সারকারেকালা) এর সাবেক ম্যানেজারের বাবা-মায়ের মধ্যে আওলাদের কোন সম্ভাবনা নেই বলে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর নেক দোয়ার জন্য অনুরোধ করলে পর তিনি তাদের মনের আশা পূর্ণ করলেন এবং সন্তানের নাম "মাতলুব ও মাকসুদ এবং হানিফ" রাখতে বললেন। আজও হানিফ বাক্কির জীবিত আছেন। উনার কাছ থেকে এই ঘটনা জানা যায়, তাদের আওলাদ জারী আছে।

২। কাচ্ছাউছা শরীফে নিযামুদ্দিনপুর গ্রামের অধিবাসি শেখ নিয়ামত কোন সন্তান জন্ম হলেও জীবিত থাকতো না। তিনি আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর নিকট থেকে একটি তাবিজ নিলেন। আ'লা হযরত আশরাফী (রাঃ) তাকে তাবিজটি প্রদান করে বললেন যে, তোমার সন্তানের নাম "কেফায়েতউল্লাহ্" রাখবে এবং সে যুবক বয়েসে অসুস্থ হবে, তিন দিন রোগাক্রান্ত থাকবে। সুবাহানআল্লাহ্, আমার ওফাতের পুর্বেই সেই ছেলে মুরীদ হবে। হযরতের বাণী যা আজও তার বংশধর জারী আছে।

৩। "সনুমান" নামক এক আহির কাচ্ছাউছা শরীফ এর পূর্বে বাজিতপুর নামের

এলাকায় এলাকায় বসবাস করতেন। আলী হোসেইন আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর নিকট এসে বললেন যে, হযরত আমার হাপানি রোগ আছে, আমাকে একটু ফুক দিয়ে দিন! আমি অনেক অসুস্থ্য। হযরত তখনই একটি বাক্স খুলে ঔষধ দিতে চাইলেন, লোকটি ঔষধ খেতে অস্বীকার করলো এবং সে অনেক ঔষধ খেয়েছে তাই এই ঔষুধ খাবেনা। সে ঔষধের পরিবর্তে রাখ (কয়লার চুলার ছাই) চাইলো। হযরত ছেলেটিকে তাইই দিলেন। ছেলেটি রাখ খেয়ে সত্যিই ভাল হয়ে গেল এর পর সে বললো, হুযুর আমার সন্তানাদি নাই যেই সন্তানি জন্মগ্রহণ করে সেই মৃত্যু বরণ করে। কোন সন্তানাদি জীবিত থাকেনা। হযরত বললেন যে, "সনুমান" তোমার ছেলে হবে। তার নাম "হনুমান" রাখবে, ইনশা'আল্লাহ্ সে যিন্দা থাকবে। এমনিভাবে সে যুবক হবে এবং বংশধর হবে।

শেষ সফর এবং দীদারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

১৩৫৫ হিজরী সনে খান্দানে আশরাফীয়ার জন্য "আমউল হাযন" বলা হত। এই জন্য এই বৎসর রজ্জব চাঁদে সিলসিলায়ে আশরাফীয়ার যেন মুজাদ্দিদে আযম, মাখদুম আশরাফ, যথা এর মাজহারাতাম শারয়া গাউসে আযম আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া চমন আফতাবে বেলায়েত সর্বক্ষনের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল। শেষ সফরের মধ্যে হঠাৎ এক আশ্চার্য ঘটনা এবং এক কেরামত প্রকাশ পেয়েছে। উইসায় হওয়ার বৎসরে ওরশে মাখদুমী শেষ হওয়ার পর তিনি খানকাহ্ শরীফের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন শারীরিক অবস্থা খুবই দুর্বল এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন, চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হতে লাগলো। কিন্তু তিনি রূহানী শক্তিতে অত্যন্ত ভালভাবে নামায আদায় করেছেন। নামায আদায়ের মধ্যেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার নসীব হয়।

উল্লেখিত বইয়ের লিখক আশরাফুল ওলামা হযরত মাওলানা পীর সাইয়্যেদ মুজতাবা আশরাফ কুদসসিররাহ্ নূরানী আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর "দীদারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এর ঘটনা দুবার বর্ণনা করেন।

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়ার দিন যতই অতিবাহিত হতে লাগলো তিনি ততই দুর্বল হতে লাগলেন। একদিন তিনি বললেন, আমাদের ঘরে দুটি চেয়ার আছে, যার মধ্যে একটি "সবুজ" এবং অপরটি "সুরমা" রংয়ের যেগুলি "মুরাদাবাদ" হতে আনা হয়েছিল। সেগুলি আমার হুযরা খানায় নিয়ে আস এবং আমার হুযরা খালি করে দাও। আদেশানুযায়ী চেয়ার দুখানা হুযরাখানায় রাখা হলো এবং হুযরাখানা থেকে লোকজনকে বাহিরে যেতে বলা হলো। হুযরা খানা খালি হয়ে গেলেও তাঁর অতি প্রিয় নাতী (সাইয়্যেদ মুজতবা আশরাফ) তিনি বাহির হলেন

https://ashrafilibrary.blogspot.com

না। আ'লা হযরত তাঁকে বাহিরে যেতে বললে তাঁর নাতী বাহিরে যাবে না বলে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া তাঁর খাটের নীচে লুকিয়ে রইলেন। তিনি লুকিয়ে থেকে দেখতে পেলেন যে, কয়েকজন লোক রেকাব পড়িহিতাবস্থায় হযরতের হুযরাখানায় প্রবেশ করলেন। তাদের হাত ও পা খানাগুলি দেখেই আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেলেন যে, তাঁদের দেখতে এতই সুন্দর লাগছিল। তাঁদের জুতা মোবারাকগুলি দেখে মনে হলো যেন, তাঁরা কেহই পরিচিত লোক নহে! তাঁর বিশ্বাষ হয়েছে যে, অবশ্যই বিশেষ কেহ হবেন! তিনি শুধু তাঁদের হাত-পা ছাড়া আর অন্য কোন অংশই দেখতে পারছিলেন না। কারণ তিনি খাঁটের নীচে লুকিয়ে আছেন বলেই দেখতে কষ্ঠ হচ্ছে। এত খুশবু পাচ্ছিল এবং দেখতে এতই সুন্দর লাগছিল যা তিনি কোন দিন ধারণাও করেননি এবং কখনো দেখেননি। এ সময় আলা-হযরত নিজের খাট থেকে উঠে উনার পায়ের উপর পড়ে অনেক কাঁদতে লাগলেন যার ফলে তাঁর হিচকি উঠে গেল। তখন সেই নেকাব পোশ নূরানী লোকেরা উনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তাঁকে শান্তনা দিলেন। কিছুক্ষণ পর উনারা চোখের সামনে থেকে গাঁয়েব হয়ে গেলেন। মেহমানগণ চলে যাওয়ারপর তিনি খাটের ভিতর হতে বেরিয়ে এসে সাথে সাথে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া এর পায়ের মধ্যে ঝেপে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে, আপনার সংগে মেহমানগণ যারা দেখা করতে এসেছিলেন এরা কারা? আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া নিজ ঠোটের উপর আঙ্গুল রেখে ঈশারাতে নাতীকে চুপ থাকতে বললেন। নাছোর বান্দা, অতঃপর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া নাতীকে বললেন যে, শুন, আগত মেহমান ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী "হযরত মুহাম্মাদ" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই কথা বলেই নাতীকে তা প্রকাশ করার জন্য নিষেধ করেও দিলেন ও সাবধানও করে দিলেন বললেন যে, আমার জীবদ্দশায় কাহাকেও বলিওনা, যদি বলে দাও তা হলে তোমার অঙ্গহানী হবে অথবা চোখে অন্ধ অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে।

সাহেবজাদা আওহাদ্দীন, করাচীম, তিনি বর্ণনা করে ন যে, এরপর থেকেই হযরতের চেহারা মোবারক দিনদিনই নূরে ন্যায় প্রজ্জোলিত ও প্রস্ফুটিত হতে লাগলো। ১৩৫৫ হিজরী সনে ৫ই রজ্জব তারিখে তাঁহার জাহিরী কার্যকলাপ বন্ধ হওয়ার ফলে সকল আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত ও মুরীদানগণ সকলেরই আগমন হতে লাগলো। সবার উপস্থিতে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া বললেন যে, "ফকির নিজের মাহবুবে সুবহানী গাউছে আযম আব্দুল কাদির জীলানী (রাঃ) এর ওফাতের তারিখেই আমার সফর হবে। ঠিক সেই ১০ই রজ্জব তারিখে সারারাত্র ধীরে ধীরে যিকিরে এলাহী ও কালেমা তাইয়্যেবার যিকির শুনা যেতে লাগলো

এবং তাঁর ঘরটি নূরের আলোর ন্যায় আলোকিত হতে ছিল্ রাতের দ্বিতীয়ভাগে উচ্চস্বরে যিকির আরম্ভ করলেন। এবং তাঁর সঙ্গে হাজার হাজার ভক্ত-মূরীদানসহ যিকিরে শরীক হলেন। এমতাবস্থায় এক আশ্চার্যজনক অনুভূতি বিরাজ করছিল যেন গানের সুরে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা হচ্ছিল! তখন রাত্র অতিবাহিত হতে লাগরো। ভোররাত্র ৪টার সময় হযরত নিজের যিকির ও তসবীহ পা শেষ করেন এবং ভক্ত-মূরীদদের সবাইকে যিকির জারী রাখতে বললেন। এমতাবস্থায় তিনি কয়েকবার কাউকে সালাম করতে লাগলেন, কারো সাথে মুসাফাহ করলেন এবং কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখানে কোন মেয়েলোক উপস্থিত আছে নাকি? যদি থাকে তাদেরকে সরে যেতে বললেন। এরপরই তিনি উচ্চস্বরে- "কালিমা তৈয়বা"- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে পড়তে আল্লাহ্ এর দরবারে চলে যান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিয়ুন)

অর্থাৎ- খানদানে আশরাফিয়ার মুজাদ্দীদে আযাম, আ'লা হাযরাত কুতুবি রাব্বানী শাবিয়ে গাউসে আযাম জীলানি আবু আহম্মদ সাইয়্যাদ শাহ আলী হোসাইন কুদসসিরাহ আল নূরানী ১১ রজব সন ১৩৫৫ হিরজী সুবহে সাদিক অর্থাৎ ভোর বেলায় আল্লাহ্র কাছে নিজের জীবন শপে দিলেন।

আ'লা হযরত তাজুল ফহুল্ মাওলানা আব্দুল কাদির বাদাইয়ুনি কুদ্দেচ্ছিরহুন্ নূরানী এর দৃষ্টিতে ঃ

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) তাজুল ফহুল এর বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও রূহানী বিচক্ষণতা সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে ইমাম আহম্মেদ রেজা ফাজলে বেরেলাভীর মত মুযাদ্দীদে আযম তাঁহার প্রশংসা করতেন। তাঁহার বুযুর্গী এতই উচ্চ পর্যায় ছিল যে, তিনি নিজ মাথার চোখ দিয়ে গাউশে আযমকে প্রকাশ্যে দেখতেন। কোন পর্দা সামনে আসতোনা। তিনি দেখতে হযরত গাউশে পাক এর চেহারা মোবারকের ন্যায় ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ সালিম মিয়া সাজ্জাদাহনাশীন বদাইয়ুনী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের দাদা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর কাদির বাদাইয়ুনী (রাঃ) তিনি আজমীর শরীফে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াকে দেখেছেন। সেখান থেকে আ'লা হযরতকে সংগে করে বদাইয়ুনে নিয়ে আসলেন এবং বদাইয়ুনের লোকদেরকে বলিয়াছেন যে, তোমরা যদি কেহ গাউশে আযমকে দেখতে চাও তা হলে আস এবং আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াকে দেখে যাও। আ'লা হযরত তাজুল ফাহুল এর ইন্তেকালের পর তাঁর সম্মান ও বুযুর্গীয়াত এর ফায়েজ কায়েম

https://ashrafilibrary.blogspot.com

ছিল। এই কথাগুলি ১৩২৭ হিজরী সনে "রোদাদে ওরছ" বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্য আছে। যদি কেহ দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াকে যেমন সুরত- তেমন সিরত, সুন্দর লেহান এবং স্পষ্ঠ কালাম বেমিছাল এবং বিনজীর দিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে "মসনবী শরীফ" পাঠ করতেন, তা শুণে মানুষের মনের ভিতর অর্ন্তস্থ হয়ে যেত। তাঁহার মত অন্য কেহই "মাসনবী শরীফ" পাঠ করতে পারতা না।

সাইয়্যেদীনা সরকারে দেওয়া হযরত হাজী ওয়ারেস আলী শাহ (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

"শাহ ফায়সাল হাসান ওয়ারশী তাঁহার নিজের বরকতময় পুস্তক রিয়াজুল ওয়ারিস" এবং সুলতান ওয়ারশী নিজের লিখিত পুস্তক "এরশাদ আলাম পানাহতে ওয়ারেছ পাকের জীবনি লিখতে গিয়ে উল্লেখ্য করেন যে, হযরত ওয়ারেছ পাক (রাঃ) হযরত শাহ আলী হোসাইন আশরাফী কাচ্ছাওছুবিকে অনেক সম্মান করতেন। উল্লেখ্য যে, সিদানপুর জেলা আস্থ বারাবাংখী নামক স্থানে ঈদুল আযহার নামায আদায় করতেন না। মুস্তাকিম ওয়ারশী পাক (রাঃ) হযরত শাহ আলী হোসাইন আশরাফী কাচ্ছাওছুবিকে অনেক সম্মান করতেন। উল্লেখ্য যে, সিদানপুর জেলাস্থ বারাবাংখী নামক স্থানে ঈদুল আযহার নামায আদায়ের লক্ষ্যে হযরত ওয়ারেস পাক আলা হযরতকে নামাযে ইমামতি করার জন্য পত্র দ্বারা মন্ত্রণ করতেন। এমনকি তিনি না আসা পর্যন্ত কেহই ঈদুল আযহার নামায আদায় করতেন না। মুস্তাকিম ওয়ারশী সাহেব (রাঃ) আলোচনায় বলতেন যে, ওয়ারীশ পাক (রাঃ) সবসময় বলতেন যে, কাচ্ছাউছা শরীফের পীরজাদা সাহেব এসেছেন, মিষ্টি নিয়ে আস, মিলাদ শরীফ হবে। জনাব মুসাতাকিম সাহেব (রাঃ) আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি আগমনের পূর্বে কোন পত্র দ্বারা খবর পাঠিয়েছেন কি? আ'লা হযরত উত্তরে বলিলেন যে, এমন কোন দিনই হয়নি। কারণ সরকার ওয়ারীছ পাক (রাঃ) এর বুযর্গ মাখদুম আশরাফ এর মূরীদ ছিলেন। হযরত ওয়ারীছ পাক (রাঃ) এর মহব্বত ও ভালবাসার একটা নমুনা উল্লেখ্য করা হলো। যেমন- হাজী ওয়ারীছ আলী শাহ (দেওয়া শরীফ) এর মত সূফি ও আরিফ আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া এর পিছনে নামায আদায় করেছি। একদা আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া দেওয়া শরীফে গেলে ওয়ারেছ পাক (রাঃ) তাঁকে উচ্চ সংবর্ধনা জানালেন। হাজী ওয়ারীছ আলী শাহ্ সম্পর্কে একটি কথা প্রচলন ছিল যে, তিনি জীবনে কারো পিছনে নামায আদায় করতেন না। কোন ঘটনাক্রমে মাগরীবের

https://ashrafilibrary.blogspot.com

সময় হয়ে গেল, তিনি মাগরীবের নামায আদায় করবেন, ঠিক এমন সময়েই আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া নামাযের স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনি আ'লা হযরত আশরাফী মিয়ার ইমামতিতে তাঁর পিছনে একসংগে নামায আদায় করলেন। নামাযের পরে কোন ব্যক্তি হযরত ওয়ারীশ পাককে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনিতো জীবনে কারো পিছনে নামায আদায় করেননি, আজ কেন নামায আদায় করলেন? উত্তরে তিনি বললেন যে, আশরাফী মিয়ার মতো ঈমাম যদি আনতে পারো তা'হলে আমি তাঁর ইমামতিতে তাঁর পিছনে জামাতের সংগে নামায আদায় করবো!

সরকারে দেওয়া ওয়ারীশ পাক (রাঃ) তাঁহার খানকাহ্ শরীফে ওয়াছিয়াত করে ছিলেন যে, লঙ্গরখানার মধ্যে আশরাফী বংশের জন্য আমি দুই ভাগ অর্থাৎ তাহার লঙ্গরের অষ্ঠম ভাগ খান্দানে আশরাফীর জন্য দিলাম। যাতে তাঁরা যাকে খুশি তাকে বিলি করতে পারেন।

আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আহম্মাদ রেজা খাঁন সাহেব কুদসসিরাহ্ নূরানীয় দৃষ্টিতে ঃ

"আশরাফী অ্যায় রুখতে আয়েনায়ে হুসনে খুবা, অ্যায় নাযার কারদা ওয়া পারওয়ারদাহ্ শূয়ে মাহবুবা"।

আ'লা হযরত মুজাদ্দিদ দ্বীনো মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আহম্মাদ রেজা খাঁন কুদসসিরাহ্ নূরানী এর বর্ণনা হলো কবিতার ছন্দের মাধ্যমে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া এর নূরানী গায়ের রং, পবিত্র নূরানী চেহারা এবং বেলায়েত বুজর্গী দেখতে হয়। হুজুর মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ আ'লা হযরত আশরাফী মিয়ার শ্বানে বলেন যে, তিনি এক হক্বিক্বাত প্রকাশকারী এতে কোন সময়ে আমি দেখেছি যে, আ'লা হযরত আহম্মাদ রেজা খাঁন সাহেব আলী হোসেইন আশরাফী মিয়াকে এতই ইজ্জত এহ্তেরাম করেছেন যে, অন্য কাউকে এত ভালবাসতে আমি আর দেখিনি। আমি একদিন প্রশ্ন করলাম, হুজুর কারণ কি? আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াতো আপনার বয়সে এবং এলেমের দিক দিয়েও অনেক ছোট, তাঁকে এতো সম্মান করার রহস্য কি? তিনি বললেন, তাকে সম্মান কর, কারণ তিনি হযরত গাউশে পাক (রাঃ) এর শাহজাদা ও গাউশে পাক (রাঃ) এর চেহারা মোবারাকের ন্যায়। তিনি কাচ্ছাউছা শরীফে জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত মাওলানা মুনসা তাবাশ কসুরী লাহোর, তিনি একটি কিতাবে ব্রেলভী সম্পর্কে লিখেছেন যে, আ'লা হযরত ফাজেলে ব্রেলভী এতই ইজ্জত এহ্তেরাম করতেন

এমনকি তাঁর পা ধরে চুম্বন করতেন।

আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর এলম, ফুযুল, তাক্বওয়া, পবিত্রতা এবং তাবলীগে ইসলাম তাঁহার তুলনা তিনি নিজেই। বংশের দিকে দিয়ে তিনি সাইয়্যেদ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারাক হুবহু সাইয়্যেদ গাউত্তল আযম জীলানি (রাঃ) এর মতই ছিল। তাঁহার নিকট হাজারো আলেম, ফুকাহা মূরীদ ছিলেন।

হযরত সদরুল আফাযাল মাওলানা নাঈমুদ্দীন মূরাদাবাদি সাহেব (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মাহমুদ আহম্মেদ রেজভী লিখেছেন যে, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুরাদাবাদি সাহেব (রাঃ) ২১ শে সফর ১৩০০ হিজরী সনে মুরাদাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সকল এলম, আসল-নকল সকল বিষয়েরই ঈমান ছিলেন। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এরও মূরীদ এবং খলিফা ছিলেন। তিনি দিওয়ানে নাঈম এর মধ্যে ছন্দাকারে উল্লেখ্য করেছেন যে,

"রাজ ওয়াহাদাত কেহ্লে নাঈমুদ্দীন,
আশরাফীকা ইয়ে ফায়েজ তুঝ পার হ্যায়"।

হযরত মাওলানা শাহ্ ফজলুর রহমান গাঞ্জে মূরাদাবাদী (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

– হযরত মাওলানা ফজলুর

রাহমান গাঞ্জীর মুরাদাবাদী (রাঃ) তখনকার সময়ে বেলায়্যেতের এক বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি আ'লা হাযরাত আশরাফী মিয়া (রাঃ) এর বেলায়্যেত ও বুজুর্গীয় অনেক প্রশংশা করতেন। সিরাতে আশরাফীতে আছে "হযরত মওলানা শাহ্ গোলাম হুসাইন ফুলওয়ারই বলেন যে, হযরত শাহ ফজলুর রাহমান গাঞ্জ মুরাদাবাদী কুদ্সুসিরাহ যখন আ'লা হাযরাত আশরাফী মিয়াঁর জবান মুবারাক থেকে মাসনাবীই মাওলানা রুম আলাইহে রহমান শুনেন তখন তিনি বলেন যে, যেভাবে হযরত শামস তাবরীজ (রাঃ) দ্বারা মাওলানা রুম ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাহেবজাদা আমার এমন মনে হয় যেন সেভাবেই অনেক উলামাদের মন আপনার মহব্বতে পুড়ে মহব্বতের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিবে এবং আপনার এই রঙ্গিন পোশাক উলামাদের মনকে রাঙ্গিয়ে দিবে। একথা শোনার পর আ'লা হাযরাত আশরাফী মিঁয়া উনাকে কদমবুসি করার জন্য ফলে তৎক্ষণাত হযরত মওলানা আলাইহেয় রেহমান নিজের পা সরিয়ে ফেললেন এবং আ'লা হযরতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হাকীমুল উম্মত সাহেব তাসনিক কাশিয়াহ্ হাসরাত আল্লামা মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আহমাদ ইয়ায় খাঁ নাঈমী আশরাফী রাহমাতুলাহ আলাইহে এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত মুফতী সাহেব কিবলা নিজের "মারকাতুল আ'রা" তাসনিক "মেয়াতুন মানজিহ্ শিরোহ্ মুশকাওয়াত বারে রসুল বারকতের তাবায়কাত এর কিতাবে আছে "আমাদের দাদাপীর হযরত শাহ্ আলী হোসাইন সাহেব কাচ্ছাউছুবী (রাঃ) উরফ আশরাফী মিয়া শেরে আ'হলে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাশমত আলী খান সাহেব (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ হযরত মুফতী সাহেব কিবলাহ্ নিজের লিখিত "মেরাতুল মানাজিহ্ শারহে মেশকাত" "বাবে হুছুল" এবং "বরকত আজ তাবারুকাত" গ্রন্থসমূহে লিখেছেন যে, আমাদের দাদাপীর হযরত আলী হোসেন আশরাফী মিঁয়া সাহেব (রাঃ) কাচ্ছাউছুবী নিজের মৃত্যুর প্রস্তুতি অর্থাৎ কাফনের জন্য ইয়ামনি হিল্লা, তায়েফ শরীফের সহদ, আবে যমযমের পানি, খাকে শেফা ইত্যাদি রক্ষিত করে রেখেছিলেন এবং অছিয়ত করেছিলেন যে, আখেরী সময়ে এই শহদে মধু, পানি এবং খাকে শেফা একত্রে মিশিয়ে আমার মুখমন্ডলে ছিটাবে এবং ইয়ামনী হিল্লার মধ্যে আমাকে কাফন পরিচিত করিবে। তাঁর কথামতই তাই করা হয়েছে তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহম্মদ মিসবাহ্ বলেন যে, "মুফতী সাহেবকে শায়খুল মাশায়েখ আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) ফায়েজ মারকত সমূহ একাধারে পাঁচ মাসের বেশী পাননি। কেননা ১৩৫৫ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মুফতী সাহেব কাচ্ছাউছা শরীফে উপস্থিত হন এবং ১১ই রজ্জব ১৩৫৫ হিজরী সনে আ'আলা হযরত আশরাফী মিঁয়া পর্দা করলেন (ইন্নলিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিয়ুন) কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া সাহেব (রাঃ) অত্যন্ত বিনম্র ভাবে তাঁকে শেষ গোল এবং কাফন-দাফনসহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুফতী সাহেবকে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাই তিনি নিজ থেকে নিজ দায়িত্বে সম্পূর্ণ কাজ সমাধান করলেন।

ঈমামুন নাহু হযরত আল্লামা সাদরুল উলামা মুফতী আলহাজ্ব সায়্যেদ শাহ গোলাম জীলানি সাহেব মিরাঠি (রা) এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত মিরাঠি (রাঃ) নিজের লিখিত লাতিফ আলবাশির ক্বাদরী গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন যে লতিফ বশির আল কাদির, কুদওয়াতুস, সালেকিন, জাবদাতুল আরেফীন, মালজা ও যা মাওয়া, আশরাফুল মাশায়েখ সাইয়্যেদীনা মাওলানা শাহ্ সাইয়্যেদ আলী হোসেইন সাহেব (রাঃ) কাচ্ছাউছুবী, সত্যের ধারক-বাহক সুযোগে ওরছে রেজভী আনুমানিক ১৯২২ ঈসায়িতে বাইয়্যেত গ্রহণ করেন এবং দারুল খায়ের আজমীর শরীফে ১২ জিলহাজ্ব ১৩৫০ হিজরী সনে খিলাফতনামার সংগে একটি ব্যবহারিত মূল্যবান রত্ন

https://ashrafilibrary.blogspot.com

জোব্বা উপহার দিয়েছিলেন, যাতে করে সেই বুজর্গ ব্যক্তির জোব্বাখানা আমার কাফনের সংগে দিয়ে কবর দিয়ে দেয়। তিনি কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁহার সেই সুন্দর চেহারা মোবারক জাদ্দে আমজাদ হুজুর, গাউশে পাক্ (রাঃ) এর ন্যায় ছিল। তিনি আওলীয়াদের মাহবুবিয়াতের মধ্যে চতুর্থতম স্থান ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আওয়ালীদের মধ্যে চারজন কুতুব ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থতম, যেমন- (১) মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হুজুর গাউশে আযম বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানি (রাঃ), (২) মাহবুবে এলাহী হযরত সুলতানুল মাশায়েখ নিযামউদ্দীন আওলীয়া (রাঃ), (৩) মাহবুবে ইয়েজদানী হুজুর সাইয়্যেদ মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এবং (৪) মাহবুবে রাহমানী আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ)।

আলা হযরত আজিমুল বারাকাত ফাজেলে ব্রেলভী (রাঃ) এর সাগরীদ ও জামাতা এবং খলিফা হযরত মাওলানা হাসনাইন রা'জা খান (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত সায়্যেদ শাহ আলী হোসেইন আশরাফী সাহেব কিবলাহ্ (রাঃ), যিনি হুবহু দেখিতে গাউছ পাকের চেহারা মোবারকের ন্যায় ছিলেন, যা অত্যন্ত উজ্জলতর ও প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাঁহাদের বুজুর্গীয়াতে এবং মহব্বত নিজের স্ব-চক্ষে অবলোকন করতে পারেন। খাইরাবাদ শরীফ এর এক আরেফ বিল্লাহ্, মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ আসলাম সাহেব (রাঃ) চিশ্তী নিযামী ফখরী সুলাইমানী এর হায়াত ও সিরত কিতাবের মধ্যে মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ চিশতী নিযামী ফাখরী সুলাইমানী আসলামী, সামদানী দরগাহ্ শরীফ, হযরত সালার মাসউদ গাজী এর মাধ্যমে নাওয়াব হাজী গোলাম মুহাম্মদ খাঁন সাহেব (রাঃ) আসলামী, রঈস, দাদুন মাদরাসা হাফিজিয়া সাইয়্যেদীয়ার মধ্যে লিখেছেন যে, "দুই বুজর্গ সাইয়্যেদ শাহ্ আলী হোসেইন সাহেব (রাঃ) কাচ্ছাউছা শরীফ এবং নাওশাহ্ মিয়া সাহেব (রাঃ) ক্বাদিরী, যিনি হাকীম ছিলেন। দুই সাহেবান আমার আব্বাজন এর মেহমান ছিলেন। এমতাবস্থায় আলী হোসেইন আশরাফী মিঁয়ার (রাঃ) এর হাতে চুম্বন দিয়ে শান্তি পেলাম কিন্তু তাঁহার সাথে অন্য কারো সমকক্ষ করতে পারলাম না।

জনাব মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জাফর শাহ্ ফুলওয়ারী (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

সর্বপ্রথম হযরত আলী হোসেইন আশরাফী মিঁয়ার সাথে গাজীপুরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তাঁকে যেমন নুরানী চেহারা মোবারাক এর সুরত দেখেছি এমন আর কাউকে দেখিনি এমনকি এ ধরনের পীর-বুজর্গও আমার নজরে পরেনি। তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর ছিল। তাঁর সাথে আমার ধারাবাহিক ভাবে পাকিস্তান, অমৃতস্বর সহ বিভিন্ন জাযগা জ্বশনে জুলুশে শরীক হওয়ার সুযোগ হওয়াতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

মুফতীয়ে আযম পাকিস্থান, শায়খুল মুহাদ্দেসিন, পীরে ত্বরীক্বত, হযরত আল্লামা আলহাজ্জ মাওলানা আবুল বারাকাত সাইয়্যেদ আহম্মদ সাহেব রেজউই মাশহুদী, ক্বাদেরী, আশরাফী, আমীরে দারুল উলুম হুযবুল আহনাফ (রাঃ) এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত কুদসসিরাহ নূরানী (রাঃ) কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) এর সাথে স্ব-সম্মানের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইজাজত ও খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি রেজভি রা'জার উপাধি প্রাপ্ত, যেহেতু তিনি ঈমাম আলী রা'জার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সাইয়্যেদ মাজাহের আশরাফ সাহেব (রাঃ) সাইয়্যেদ আবুল বারাকাত সম্পর্কে বলেন, আমার জন্য তাঁকে সম্মান এহ্তেরাম করা ওয়াজিব, কারণ তিনি ঈমামুল আরেফীন হযরত আবু আহম্মাদ সাইয়্যেদ আলী হোসেইন সাহেব (রাঃ) কাচ্ছাউবী কুদ্সসিরাহ্ নূরানী সরাসরি ফায়েজ প্রাপ্ত সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আশরাফীয়া এর খলিফা হিসাবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মুফতীয়ে আযাম, মাওলানা আবুল বারাকাত (রাঃ) কুদ্দেসছিরহুন নূরানী পাকিস্থান, তাঁর পীর ও মুরশীদ আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) হুজুর সদরুল আফাযিল সহ আরো অনেক হাক্কানী উলামায়ে কেরামসহ হজ্জে বায়তুল্লাহ সমাপন করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে এইভাবেই নিজ সফরের কথা বর্ণনা করেছেন। আমি প্রতিটি স্টেশন পৌছার সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে পীর ও মুরশীদ আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) এর দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হতাম। সেইদিন ছিল ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ ঈশায়ী রোজ রোববার দিন। তিনি কলিকাতায় পৌছা মাত্রই সকল আশরাফী পীর ভাইয়েরা এসে হুজুরকে স্বাগতম জানালেন। চারদিন পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৬ ঈশায়ী "জাহাঙ্গীরি" নামক জাহাজে আরোহন করে রওয়ানা হলেন। আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) চেয়ারে বসে আছেন, সবাই তাঁর পবিত্র নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে এবং পীর ও মুরশীদের দীদার লাভে ধন্য হচ্ছে। মাখদুমজাদা মুহাম্মাদ মিঁয়াকেও কলিকাতায় ডেকে আনা হয়েছিল। বিদায়ের সময়ে কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল, হযরত সবাইকে ধৈর্য্য ধরতে বললেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ ঈশায়ী তারিখে জাহাজে আরোহনকালে ভয়ংকর ঝড়-তুফান হচ্ছিল, এমতাবস্থায় হযরত পীর ও মুরশীদের দোয়ার বরকতে ঝড়-তুফান থেমে গেল। তারপর সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে প্রায় ১০ কেজি ওজনের একটি মাছ জাহাজে উঠে গেল। আবার তুফান হলো এবং

তুফান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এইভাবে তুফানের খেলা চলছে। এমতাবস্থায় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ ঈশায়ী তারিখে জাহাজটি ইয়ালামলাম নামক পাহাড়ের নিকট থামলেপর আবার ভয়ংকরভাবে ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়ে গেল এবং কোন ভাবেই ঝড়-তুফান থামছিল না। সেই মুহূর্তে আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) কখনো নবীজিকে সালাম জানাচ্ছেন আবার পরক্ষনে আযান দিচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যেই জাহাজের ক্যাপ্টেন হুজুরের নিকট এসে দোয়া করার জন্য অনুরোধ পেশ করলে পর হুজুর তাকে তিনবার "বদর ফট", "বদর ফট" বলতে থাকো। সত্যিই তিনবার বলার সাথেই তুফান থেমে গেল! এবং আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেল।

সাইয়্যেদ আবুল বারাকত এর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মাহমুদ আহম্মাদ রেজভী তাঁর বর্ণনামতে আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) এর এতই মহব্বত ছিল যে, তাঁর এই মহব্বতের কারণে জীবনের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। হযরত আব্বাজান কিবলাহ্ (রাঃ)এর শায়খে কুদওয়াতুস্ সালেকিন হযরত সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ আলী হোসেইন আশরাফী আল জীলানি (রাঃ) কুদসসিরাহু নূরানী, যাহিদওয়া ত্বাকওযা, ইবাদাতওয়া রিয়াযাত এতই ছিল যে, তাঁর বিকল্প আর অন্য কেহই হতে পারেননি। তিনি মুবাল্লিগে ইসলাম এবং শরীয়তওয়া ত্বরীকত এর ঈমান ছিলেন। তিনি ত্বারিকে সালতানাত, ঈমামুল ওরফা, হযরত সায়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাঃ) এর জালাল ও জামালের আয়না ছিলেন। তাঁরও একটি আলাদা গুণ ছিল। তাঁর পবিত্র নূরানী চেহারা এতই উজ্জ্বল ছিল যে, বিধর্মীগণও তাঁকে দেখা মাত্রই মুসলমান হয়ে যেত।

মুফতী শরীফুল হাক্ব সাহেব আমজাদী (রাঃ) (সদরে মুফতী আল্ জামিয়া আশরাফীয়া, মোবারাকপুর), তিনি লিখেছেন যে, কাহিনী শুনুন, আমাদের এখানের সবাই শায়খুল মাশায়েখ তাজুল আসফিয়াহ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ আলী হোসেইন আশরাফী (রাঃ) কুদ্দেসছিরহুন নূরানী এর নিকট মুরীদ হন। আমার আব্বা আম্মাও তাঁর নিকট মুরীদ ছিলেন। আব্বা-আম্মা যখন মুরীদ হন তখন আমার বয়স অনেক কম, তাই সম্পূর্ণ ঘটনা মনে নেই, তবে এতটুকু মনে আছে যে, ঐদিন আমাদের ঘরে খুব-সুস্বাদু খাবার রান্না করা হয়েছিল তন্মুধ্যে ফিরনিও ছিল। আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) কুদ্দেসছিরহুন নূরানী, তিনি অতি চাকচিক্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করতেন, এই সৌন্দর্য মোবারকই আমার মনে আছে। তিনি চামড়ার মোজা ব্যবহার করতেন। তিনি যতবারই খুশি আসতেন ততবারই আব্বাজান আমাকে সংগে করে নিয়ে যেতেন দোয়ার জন্য। হযরতের কাছে বলতেন আর

https://ashrafilibrary.blogspot.com

প্রতিবারই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করতেন, আর সেই দোয়ার বদৌলতে আজ আমি অনুভব করি। তিনি যখন কোন মজলিশের আসনে আসীন হতেন মনো হতো যেন আল্লাহর প্রেরিত কোন ফেরশেতা এখানে উপস্থিত হয়েছে। একদা তিনি অজমীর শরীফে বাদশাহ শাহজাহান মসজিদের মিম্বর শরীফে বসে কিছু উপদেশমূলক পরামর্শ দিচ্ছেন আর সেই সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই হুজুরের রুমাল ধরে মুরীদ হয়ে গেলেন। তখন হাফেজ আলেম অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমিও হুজুর আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (রাঃ) কে আমার অন্তস্থল থেকে এতই ভালবাসতাম যে, হুজুর যখনই ঘোষি শরীফে আসতেন, আমি আমার লেখাপড়া বন্ধ করে হুজুরের খেদমতে লেগে যেতাম এবং হুজুর যেখানেই যেতেন আমিও হুজুরের সংগে সংগে চলে যেতাম।

 # হুজুর সদুরু শরীয়াহ্ মুয়াল্লিফ বাহারে শরীয়ত হযরত মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব (রাঃ) কুদ্দেসছিরুহুন নূরানী এর আওলাদ হযরত মাওলানা আব্দুল মোস্তফা সাহেব আজহারী (আলাহী রাহমাত) পাকিস্থান, তাঁহার আলোচনায় ঃ

লাহোরের মধ্যে ১৯৩৪ ঈশায়ী সনে হযরত সাইয়্যেদ সাহেব কিবলাহ্ (আলাহী রাহমাত) অবস্থান করতেছিলেন। তখন আ'হলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং দেওবন্দীদের মধ্যে মুনাযারা যুক্তিতর্ক হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আ'হলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর পক্ষে মাওলানা হাশমত আলী খাঁন লাখনাউই (রাঃ) এবং দেওবন্দীদের পক্ষে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী।

 # হুজুর সদরুল শরীয়াহ মুয়াল্লিফ বাহারে শরীয়ত হযরত মাওলানা আমজাদ আলী শাহ সাহেব (কুদ্দুচ্ছিরুহুন নূরানী) এর আওলাদ হযরত মালানা আবুদল মোস্তফা সাহেব আজহারী (আলাইহি রাহমাত) পাকিস্তান, তাঁর আলোচনায় ঃ

লাহোরের মধ্যে ১৯৩৪ ঈসায়ী সনে সাইয়েদ সাহেব কিবলা (আলাইহি রাহমাত)– অবস্থান করতে ছিলেন। তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং দেওবন্দীদের মধ্যে মুনাজারা বহছ বা তর্ক হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে মাওলানা হাশমত আলী খান লাক্ষ্ণৌউই (মরহুম) এবং দেওবন্দীদের পক্ষে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী নেতৃত্ব দিবেন বলে প্রচার করা হয়। মসজিদে উজর খান লাহোর ময়দানে মজলিশ এর জায়গা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকাবিরগণ সেথায়

https://ashrafilibrary.blogspot.com

উপস্থিত হন। আর তখনই সেই মজলিশে হযরত শায়খুল মাশায়েখ সাইয়েদ শাহ আলী হুসাইন সাহেব আশরাফী কাছাউছুবীন (আলাইহি রাহমাত) ও উপস্থিত হন। ঘটনা অনেক লম্বা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখছি যে, মৌলভী আশরাফ আলী থানভী ও তার দলবলসহ ময়দানে উপস্থিত হয়। এবার এই বছরের ফায়সালা কে করবেন? কারো প্রয়োজন হয়নি। আলী হুসাইন আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর নুরানী চেহারা দেখার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ সমস্বরে চিৎকার দিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগল যে, আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (আলাইহি রাহমাত) এর মত নুরানী সুরত সম্পন্ন মানুষ আছে যেই জামাতে সেই জামাত কখনো বাতিলের উপর থাকতে পারে না।

মাওলানা মোহাম্মদ আহমাদ মিসবাহী সাদরে জামেয়া আশরাফিয়া মোবারকপুর বর্ণনা করেন যে,

"এই অংশটুকু তদন্ত করে দেখুন যদি আ'লা হযরত আশরাফি মিয়াঁ (আলাইহি রাহমাত) জাহিরী এবং বাতেনী বিদ্যায় পরিপক্ষ না হতেন তাহলে কি কোন দিন আলা হযরত আহমাদ রেজা খান ব্রেলভী (আলাইহি রাহমাত)। লিখেছেন যে, কোন সুফি সাধক প্রকাশ্যে খালি নহে যদি খালি থাকে তাহলে সে হলো শয়তান"।

মাওলানা আহমাদ আলী কাদেরী সাহেব মিসবাহ যিনি ওস্তাদ দারুল উলুম আশরাফিয়ার মধ্যে লিখেছেন" আহলে কাশফ এবং মুশাহেদার আলোচনায় আছে যে, শায়খুল মাশায়েখ আ'লা হযরত আশরাফি মিয়াঁ (আলাইহি রাহমাত), তিনি হুবহু মাহবুবে সুবহানি (আলাইহি রাহমাত) ছিলেন। তাঁর সুরত বরকতে বাতেনিয়া ছিল। যার ফলে তাঁহাকে যদি বিপক্ষের লোকেরা দেখত সাথে সাথে তাঁহার সাথে চলে আসতে বাধ্য হত।

ইয়েহী নক্‌শা হ্যাঁয় ইয়েহী রাগ সমানা ইয়েহী হ্যাঁয়
ইয়ে যে সুরাত হ্যাঁয় তেরি সুরাত জা'না ইয়েহ্যি।

তিনি শেষ সময় হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ এবং সর্ব মহল পরিচিত মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের লাইব্রেরীয়ান এর রায়ে তাঁহার সামনে উপস্থাপন করে তাহার মাজমুম খতম করে ছিলেন।

"১৩০০ হিজরীর প্রথম দিকে হযরত মাওলানা সাইয়েদ শাহ আলী হুসাইন আশরাফী, সাজ্জাদানাশীন সরকারের ক্বাঁলা (আলাইহি রাহমাত) পুনরায় বংশের আওয়াজ .... করেন এবং মাখদুম পাকের সুন্নতে আলীয়া জীবিত করেন।

"হযরত, আশরাফী মিঁয়া (আলাইহি রাহমাত) ইতিহাসের পাতায় খান্দানে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

আশরাফিয়ায় সেই রকম যেই রকম বনু উমাইয়ার মধ্যে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ছিলেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আশরাফী মিঁয়া বংশের মতানৈক্য দূরীভূত করার জন্য যে রকম প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিলেন সাধারণ মানুষকে সহজ পথে পরিচালনার জন্য যেই মহা দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই কর্মের পূর্ব সংকেত কিছু পাওয়া যায়। "লাতায়েফে আশরাফী, ওজায়েফে আশরাফি, সহায়েফে আশরাফি, মজল্লা আশরাফী, এর মধ্যে পড়েও শেষ করা যায় না। তিনি বিদ্যা অর্জনের জন্য জামে আশরাফ এর বুনিয়াদ করেছিলেন। মানুষের মধ্যে বিদ্যার আগ্রহ জীবিত রাখার জন্য সিলসিলার নামে কুতুব খানা আশরাফিয়া, আশরাফিয়া প্রেস স্থাপন করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, খাতামুল আকাবির হযরত মাওলানা সাইয়েদ শাহ আলে রাসুল মারে হারবীই আলা হযরত তাজুল ফহুল মাওলানা আব্দুর কাদির বদায়ূনি, আলা হযরত আজিমুল আমুল বারাকাত ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন ফাজেলে ব্রেলভী সদরুল আফাজিল মাওলানা নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী, মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী আশরাফী, মাওলানা হাশমত আলী খাঁন, হযরত সরকার দেওয়া হাজি ওয়ারেস আলী। আলী শাহ সহ আরো বহু সংখ্যক উলামা, ফুকাহা, মাশায়েখেগণ আশরাফী দরবারের পরিচিতি তুলে ধরেই শেষ করেননি তাঁহাদের জীবনে আশরাফী মিঁয়ার হাতে মুরীদ হয়ে জীবনকে স্বার্থক বলে প্রমাণ করেছেন।

 # হযরত সাইয়েদ শাহ মজিদ উদ্দিন আশরাফ, সাজ্জাদানাশীন, আওলাদে হুসাইন কাত্তাল, খলফে সানি হযরত নুরুল আইন এবং বুজুর্গানে দ্বীন, খান্দানে আশরাফী হুসাইন দুহুলুহ পুর, কাচ্ছাউছা মোকাদ্দাস, রায় বারেলী ব্রেলভী, বসতী, মালদাহ, এর দৃষ্টিতে ঃ

মুজাদদিদ সিলসিলায়ে আশরাফীয়া, মাহসুসে দারে বাবে হাসাদ, সাইয়েদ আবু আহমাদ আলী হুসাইন সাজ্জাদানাশীন, শিশুকাল থেকেই তাকওয়া এবং পরহিজগারি, দ্বীনদারীর মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকতেন এবং তাঁহাদের দুই বংশের মধ্যে সাজ্জাদানাশীন হওয়ার মতো উপযুক্ত তাঁহার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সমস্ত আশরাফি বংশে তাঁহার বৈশিষ্ট গুণাবলি ছিল সর্বোচ্চ।

শাহ মজিদ উদ্দিন আশরাফ সাজ্জাদানাশীন আওলাদে হযরত হুসাইন কাত্তাল খলফে সানি হযরত নুরুল আইনে ও পর্যালোচনার মাধ্যমে খিলাফত নানা নিজে উপযুক্ত মনে করে তাঁহাদের স্থানে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হযরত মাওলানা হাজি সৈয়্যেদ শাহ্ আমিন আহম্মাদ ফেরদৌসী, সাজ্জাদানাশীন আস্তানায়ে মাখদুমুল মূলক হযরত শায়েখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (আলাইহি রাহমাত) এর দৃষ্টিতে ঃ

"আমি সাইয়্যেদ আশরাফ হুসাইন সাহেব এবং সাইয়্যেদ শাহ আবু আহমাদ আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদানাশীন কাচ্ছাউছা ..... শরীফ অনেক আগ থেকেই তাঁদের সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে আমার। এই দুই বুজুর্গ সাহেব ইবাদত এবং রিয়াজতের মধ্যে সদা মত্ত থাকতেন আর তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, হযরত আলী হুসাইন আশরাফী মিঁয়া (আলাইহি রাহমাত) তাহাদের দৃষ্টিতে অনেক উর্ধ্বে।

হযরত সাইয়্যেদ আব্বাস আলী ইবনে সাইয়্যেদ আলী নকীব আস্তানায় বাগদাদ শরীফ এর দৃষ্টিতে ঃ

আমাকে শাজরায়ে কাদেরিয়া মোবারক এবং মুয়ে মুবারক হযরত জাদ্দে মাহবুবে ছুবহানি নিজের পক্ষ থেকে এবং গাউসুস সাকালাইন এর পক্ষ থেকে দান করে খিলাফতের রত্ন অর্পিত করেছেন। মাশারে ইলাইহি (আলা হযরত আশরাফী মিঁয়া) সাজ্জাদানাশীন কে পাইয়েছিল। আল্লাহ কাওনাইন থেকে সায়অদাত নসীব ফরমাইয়াছেন। (বানুন ওয়াছ ছোয়াদ) মুয়ে মোবারক সাইয়্যেদি মুর্শিদী ফিদ্দারাইন হুজুর গাউসুস সাকালাইন (আলাইহি রাহমাত) যিনি আ'লা হযরত আশরাফী মিঁয়া (আলাইহি রাহমাত) কে গাউসিয়াতে মাআব হইতে দান করা হইয়াছে তাঁকে পরে তাঁর জানাশীন হুজুর মাখমুদুল মাশায়েখ সরকারে কাঁলা ওরছে মাখদুমির মধ্যে মুয়ে মোবারক। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য তাবারকাত সংগে করে যিয়ারত করানো হয়। পরে জানাশীন, সাজ্জাদানাশীন আস্তানাযে আশরাফীয়া শায়খে আজম মাওলানা সাইয়্যেদ ইজহার আশরাফ (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) পর্যন্ত পৌছে। তিনি ও ওরছে মাখদুমী ২৭শে মহরমে সকল তাবারুকাত মুয়ে মোবারক গাউসুস সাকালাইন সহ যিয়ারত করার সুযোগ করে দেন।

দরবারে গাউস এবং খাঁজা, আলী এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।) রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাইন) এর ঘর থেকে এই সকল নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়া নতুন কোন বিষয় নহে বরং প্রত্যেক যুগে যুগেই গাউস খাঁজা, আলী মুশকিল কুশা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর করম হচ্ছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবার থেকে হতে থাকে। সাথে এই

https://ashrafilibrary.blogspot.com

কাহিনী টুকু জানিয়ে দিচ্ছি যে, কিছু দিন পূর্বে শায়খে আজম মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ মোহম্মাদ ইজহার আশরাফ সাজ্জাদানাশীন আস্তানায়ে আশরাফীয়া যিয়ারত হারামাইন শরীফ, বাগদাদ শরীফ, নজফ শরীফ, অসংখ্য বজুর্গানে দ্বীনের মাযার শরীফ থেকে অনেক ফায়েজ বরকত হাসিল করেছেন। যখন রওজায়ে আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর দরবারে পৌছেন তখন মাযার শরীফের দায়িত্বশীল মুতাওয়াল্লিগণ হযরতকে দেখে বংশের সম্মানে মাযার শরীফের এক খানা গিলাফ তাবারক হিসেবে প্রদান করেন। সেই গিলাফের টুকরা আশরাফ হুসাইন মিউজিয়ামের মধ্যে রক্ষিত আছে। এমনি ভাবে একদিন গাউসে পাকের দরবারে উপস্থিত হন, তখন তখনকার খতিব এবং ইমাম তাঁহাকে হালকা খুব সুন্দর একখানা তলোয়ার উপহার দেন। যেই তলোয়ারকে সাইফে ক্বাদরী বাগদাদী বলা হয়। এটাও আশরাফী মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এবার অনুভব করুন যাকে গাউসে পাকের দরবার থেকে তলোয়ার হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর গিলাফ হাদিয়া হিসাবে উপহার দেওয়া হয় তাঁহার মর্যাদা কতই না উর্ধ্বে।

 # হযরত মাওলানা হাজি আব্দুল করীম মশহুর কুতুবে ওধ খলফে শাহ আব্দুর রাউফ কাদেরী ওধী, মাওলানা শাহ আবুল হাসান ইবনে মৌলভী বাশারত উল্লাহ বাহারাচি, হযরত শাহ আলতাফাত আহমাদ সাহেব সাজ্জাদানাশীন আস্তানায় রওদুল্লি শরীফ, মাওলানা সাইয়্যেদ কাজেম আলী দরিয়াবাদী, মাওলানা মৌলভী নাঈম সাহেব ফিরিঙ্গী মহল এর দৃষ্টিতে ঃ

হযরত আলী হুসাইন আশরাফী মিঁয়া সাজ্জাদানাশীন শিশু কাল থেকেই তাঁহার স্বনাম ধন্য বংশের ঐতিহ্য এবং আউলিয়াদের নকশা কদমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা খাকসার ও তাঁদেরকে উচ্চ সম্মানী হিসাবে দেখেন।

 # হযরত মাওলানা আইনুল হক খাদেমী মারুফ খলীল আহমাদ, শাহ আমি উল্লাহ সাজ্জাদানাশীন, হযরত সাইয়্যেদ আবুল্লাহ মারে হেরা শরীফ, হযরত শাহ মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন সাহেব সাজ্জাদানাশীন গোলইয়ার, হযরত সৈয়্যদ নজমুদ্দিন মহল্লা কুতুব সাহেব, হযরত সৈয়্যেদ শরফ উদ্দিন, মহল্লা নিজাম উদ্দিন শহর দিল্লি, হযরত সৈয়্যেদ শাহ সফর হুসাইন মাওদুধী য়কৃউইম শেরে হিন্দি, সায়্যেদে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

মওদুধ হুসাইন আরো অনেক মাশায়েখ এবং সাজ্জাদানাশীনদের দৃষ্টিতে ঃ

"ফকীরকে এই খিলাফত নামা দেখানো হয়েছে এবং হযরত শাহ আলী হুসাইন সাহেব এর সঙ্গী হয়ে ফায়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাহাই সত্য এমন ব্যক্তিই সাজ্জাদানাশীন খোদার হইতে পারে"

হযরত এনায়েত উল্লাহ শাহ সাজ্জাদানাশীন মওদুধী হাসানী জাগীরদার আজমিরী শাহ "আলী হুসাইন সাজ্জাদানাশীন হওয়ার জন্য উপযুক্ত সকল ফুকাহাগণ এই কথার উপর অনুসরণ করেছেন।

হযরত মাওলানা বাফাজলে আউলিয়ানা মৌলভী নিয়াজ আহমাদ, জায়িসি, মুরীদ গোফরান মাআব মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব ১৩১৩ হিজরী ঃ

হযরত হাজিউল হারামাইন শরীফাইন সায়্যেদ আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদানাশীন আশরাফ সিমনানী পরিপূর্ণভাবে পবিত্র চরিত্র এবং পছন্দনীয় পরিস্কার রাস্তায় এসেছেন। তিনি অত্যন্ত পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা যুগের অঙ্গীকারের মধ্যে জেহাদ এবং ফিকায়। পছন্দনীয় চরিত্র, জেহাদ এবং সুবক্তা, হযরতের মাধ্যমে ভাগ্যের নির্ণয় করে দিয়াছেন, এবং সিলসিলার ফকীরি রাস্তায় দরবেশী এবং সিলসিলার বংশের আশরাফীয়ার জন্য একটি মজবুত খুঁটি ছিলেন। তখনকার যুগে এত সুন্দর পবিত্র পরিপূর্ণ আর কাউকে পাওয়া যায়নি। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে তাঁহার প্রশংসা লিখতে কলম পর্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়ে।

এখন শুধু আমরা ইংরেজী শিক্ষা এর হুকুম আহকামের দৃষ্টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

সাধারণভাবে অনেকেই পশ্চিমা শিক্ষার দিকে বেশি দৃষ্টি দিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের অন্তর, দেহ, দিল, মস্তিস্ক, তাহজীব, সবই পশ্চিমাদের অনুকরণ। ইসলামে পূর্ব মাজহাব, রুহানী এবং চরিত্রের শিক্ষা কোন বালাই নেই। এই কারণেই আজকাল সর্বত্র ইংরেজদের প্রভাব বিস্তৃত। যাহা আমেরিকা, এবং পশ্চিমাদেশগুলোতে ছিল। তারা ঐ দেশে কমে মুসলমানদের অন্তরে ও মনে প্রবেশ হওয়ায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা এক পর্যায়ে নেওয়া থেকে বিরত হচ্ছে। এই জন্য একটি সহজ রাস্তা, যেমন দ্বীন-ই-ইসলাম শিক্ষার মুসলমানগণ তাদের সিমারেখায় পৌছাতে পারে। তাই উলামা মাশায়েখ, বুজুর্গানে দ্বীন ও আওলিয়াদের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করে।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

যেমন উলামা মাশায়েখ বুজুর্গানে দ্বীন ও আওলিয়াদের সাথে থেকে ভালবাসা সৃষ্টি করে দ্বীন ইসলাম এর শিক্ষা নেয়ার জন্য তাদের সান্নিধ্যে পৌছতে হবে।

জনাব রাজা তাসাদ্দুক রাসূল খা তালুকদার জাহাঙ্গীর আবাদ (বারাহ্ বাংকী) ইনচার্জ ম্যাজিস্ট্রেট এর দৃষ্টিতে ঃ

(ফিদায়ে রাসুল খাঁ নায়েবে রিয়াছত বারাবাংকী) তিনি লিখেছেন যে সত্য হলো যে হযরত হাজিউল হারামাইন আশ শারীফাইন, মমতাজুল ফিল কাওনাইন, জনাব সায়্যেদ শাহ আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদানাশীন আশরাফি আলী জিলানী (আলাইহি রাহমাত) এর কামালিয়াত পরিপূর্ণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং প্রশংসনীয় গণের এতই প্রভাব ছিল যে, হিন্দুস্থানের মধ্যে তিনি চাঁদের ন্যায়।

মেহেদী সাহেব সদরে আলা সাব জজ, জেলা সদর, ফায়জাবাদ এর দৃষ্টিতে ঃ

ঠান্ডা আকবরপুর, জেলা ঃ ফায়জাবাদ। ঠান্ডা আকবরপুর, জেলা-ফায়জাবাদ একাধারে ছয় বৎসর মুন্সেফ হিসাবে দায়িত্বে থাকার কারণে দরগাহে মুক্কাদ্দাস কাচ্ছাউছা যিয়ারত করেছেন। অনেক বার হযরত আলহাজ্ব সৈয়্যেদ শাহ আলী হুসাইন আশরাফী সাজাদ্দানাশীন এর সাথে মুসাফা এবং মুয়ানাকা করে অনেক সায়াদাত লাভ করেছেন। বিশেষ করে ২৭/২৮ মহরম, ওরছে মাখদুমীর মাহফিল মাদ্রাসার দরগাহে নির্ধারিত স্থানে থাকতে হয়। সেখানে অনেক বড় বড় বুজুর্গ আল্লাহ ওয়ালাগণ উপস্থিত হন। মূলত ঃ হযরতের বংশের প্রায় সবার সাথেই তুলনা করতে তাঁহার ইবাদত, মুশাক্কত এর তুলনা করা কারো নহে। আর বেশির ভাগ মামলার রায় তাঁহার সদারতে ফায়সালা হতো। সন্দেহাতীত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি একজন বিমিসাল মানুষ ছিলেন। তাঁহার অবস্থা এমন ছিল যে এই বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন যেন তাঁর আলো, তুর পাহাড়ের চূড়ায় আলোপাত করে। এমন কাউকে দেখা যায় নাই যে, সামছুহুল সিফাত এর মত ফাসায়েল ও কামালাতের সমতুল্য নয় এবং রুতবুল লিগান ও সানা খাঁ হয় নাই। সামনে মৌলভী আবুল মাহমুদ সাইয়্যেদ শাহ আহমাদ আশরাফ সাহেব সাক্ষাৎ করে এই বাগানের হেদায়াতের ফুলের পরিপূর্ণতা রক্ষা করেছিলেন।

জনাব সাইয়্যেদ কেরামত, কালেক্টর রায় বারেলী এর দৃষ্টিতে ঃ

আমার সম্যক ধারণা আমি ১৮৬৯ ঈসায়ী থেকে ১৮৭৩ ঈসায়ী এই সময়ে বাসখারী, দরগাহ শরীফ, পুরা বাসগাতী, সরবারা কারী এলাকায় দীর্ঘ তিন বৎসর এই এলাকার দায়িত্বে ছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃত পক্ষে

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হযরত হাজিউল হারামাইন শরীফাইন জনাব মাওলানা ওয়া মুকতাদানা সাইয়্যেদ শাহ আবু আহমাদ আলী হুসাইন আওলাদে হযরত গাউসুস সাকলাইন, সাজ্জাদানাশীন আস্তানায়ে কাচ্ছাউছা শরীফ (আলাইহি রাহমাত) পরিপূর্ণ কামালাত, মা'দুনাল হাসানাতাওয়াল কারাকাতে। এক বিদ্যার সাগর ছিলেন।

জনাব সাইয়্যেদ আহমাদ মেরাজ, সাব জজ, আনাও ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দেহলভী এর দৃষ্টিতে ঃ

আমি সাব জজ দায়িত্ব পালনের সময় কিছু সময় ফায়জাবাদ জেলায় কিছু দিন ছিলাম। কোন এক সময় হাজী সাইয়্যেদ আলী হুসাইন আশরাফী (আলাইহি রাহমাত) এর সাথে সাক্ষাত হয়। কখনো কেহই শাহ সাহেব এর আদালত থেকে খালি ফিরেনি। উনাঁর দরবার থেকে সবাই পরিপূর্ণ সমাধান পেতেন। তিনি সুন্দর আক্বীদার দ্বারা খেদমতের আন্জাম দিতেন, তাতে সবাই উপকৃত হত।

জনাব মুন্সী আব্দুল জলিল সাহেব, সাব ইন্সপেক্টর এর দৃষ্টিতে ঃ

আনুমানিক সময় ২৭ বৎসর হয়েছে। আমি জিলা ফায়জাবাদ এলাকার অন্যান্য টান্ডা, রাম নগর, এবং আকবর পুরে ছিলাম। এবং হাজী সৈয়্যেদ শাহ আলী হুসাইন সাজ্জাদানাশীন এবং সাইয়্যিদ হাজী আশরাফ হুসাইন (আলাইহি রাহমাত)কে খুব ভালভাবেই চিনি, ঐ সময় থেকে যখন হাজী আশরাফ সাহেব

আমি ফায়জাবাদ জিলার অন্যান্য ঠান্ডা, রামনগর এবং আকবরপুর এলাকায় আনুমানিক ২৭ বৎসর কাল কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি হাজী সৈয়্যেদ শাহ আলী হুসাইন, সাজ্জাদানাশীন এবং সাজ্জাদানাশীন হয়েছে, তাঁহার জেহাদ ও তাকওয়া ত্বরীকা আশরাফীয়ার বংশের মধ্যে অতুলনীয় ধৈর্য্য এবং গুণগাহি ছিল অসীম। অসীম গুনগাহীর অধিকারী ছিলেন।

জনাব বরকত আলী, সাব ইন্সপেক্টর এর দৃষ্টিতে ঃ

আমি তাঁরা দুনো ভাইকেই (হযরত আশরাফ হুসাইন ও আলী হুসাইন আশরাফী মিঁয়া) জানি। কেননা ওরছে মাখদুমী এর মধ্যে পাঁচ বৎসর কাজে নিয়োজিত ছিলাম। একবার স্মরণ হয় তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন। আমি তাঁহাদেরকে ভালভাবেই চিনি ও যে, তাঁহাদের দুই জনকেই সড়ক দখলের ব্যাপারে আসামী হিসেবে মোকাদ্দামা করা হয়। যেহেতু মামলাটি আমার হাতেই অর্পিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উক্ত মামলাটি ছিল একেবারেই মিথ্যা বানোয়াট। কারণ তাঁদেরকে অনর্থক সর্বদাই অসুবিধায় রাখার প্রয়াস এবং কষ্ট প্রদান করা।

মুন্সী মাহবুবে আলম সাহেব ওরফে মাহবুবে আলী, ডেপুটি কালেক্টর, মতুতীন নওয়াবগঞ্জ, বারা বাংকী, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণী, পেনশন প্রাপ্ত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ইয়াসীন পীরজাদা মাংকপুর, শাহ মোবারক আলী বারদার শাহ আজীজুল্লাহ সাজ্জাদানাশীন আস্তানায়ে মাখদুম, খাইরুদ্দিন বদহুরি খলিফায়ে ২য় মাখদুম সুলতান সায়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর, (আলাইহি রাহমাত) কাজি জিকরুল্লাহ, সাব রেজিষ্টার, তারাবগঞ্জ, শুন্ডা, এর দৃষ্টিতে ঃ

আমাদের কমপক্ষে পনের বছরের পরিচিতি থেকে তাঁদেরকে জানি সায়্যেদ আলী হুসাইন আশরাফী সাজ্জাদানাশীন দরগাহে কাচ্ছাউছা শরীফ, (আলাইহি রাহমাত) অনেক বড় সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন তাহার মেজাজ, জেহাদ, তাকওয়া, শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী তাঁহার কাছে শরীয়ত পরিপন্থি কোন কাজ বা কথা কখনো প্রকাশিত হয়নি, আমার দৃষ্টিতে তাঁহারা অত্যন্ত বড় বুজুর্গ এবং আল্লাহ ওয়ালা।

জনাব শায়খে ইনায়েত উল্লাহ সাহেব তালুকদার সিদনপুর নায়েবে রিয়াসত মাহমুদা বাদ দরজায়ে আমির হাসান এর দৃষ্টিতে ঃ

"আমি জনাব সায়্যেদ শাহ হাজী আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদানাশীন (আলাইহি রাহমাত) কাছাউচ্ছা শরীফ এর সাথে খারাপ মনোভাব পোষণ করতাম। যখন শাহ সাহেব দামাদ বরাকাতুহুম, সিদনপুর শরীফ আসলেন এবং ঈদুল আযহার নামায এর ইমামতি করলেন আমি বেহিসাব যাচাইয়ের মধ্যে হাজী সাহেব ক্বিবলার আমলের পরিপক্কতা পেয়েছি, জনাব শাহ সাহেব সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত"।

জনাব মাহমুদ আলী খাঁন ইন্সপেক্টর পেনশন প্রাপ্ত, কসবা, বারা বাংকী এর দৃষ্টিতে ঃ

আমি আমার চাকুরি বয়সে ঠান্ডা, জেলাঃ ফায়জবাদ। যেই এলাকা কাচ্ছাউছা শরীফ এবং দরগাহ ও অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঐ সময় জনাব শাহ আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদানাশীন (আলাইহি রাহমাত) কাচ্ছাউছা শরীফ এর ভোট ভাই সাহেব ও নিকটেই দিওসার মসজিদের একটি হুজরার মধ্যে চিল্লাকাশি করতে ছিলেন। কিছু লোক উনাকে সেই দারগাহ শরীফ থেকে রের করে দিল এতে করে তিনি চিল্লা করতে পারেননি। আমার স্মরণ আছে যে, শাহ সাহেব সমতল ছাদে কিছু

শরবত এবং পানি গন্ধরাজ ফাহেতা ওরসে মাখদুমী কি জিনিস ছিল। আমাকে কয়েক কলসি শরবত, পান এবং খুশবুর উপর করেছিলেন। ..... একবার তার এলাকায় জনাব আলী হুসাইন সাহেব সাজ্জাদা এর সাথে সাক্ষাৎ নসীব হয়েছিল। যখন তিনি ওরসে মৌলভী ইমান ইমাম আলী সাহেব ওস্তাদ কাজি সাহেব তালুকদার উপস্থিত হয়েছিলেন। কি বলব আর কি লিখব যাহা কিছু তাঁহার জামাল দেখে তৃপ্তি পেয়েছি? সুবহান আল্লাহ! কি সম্মান পেয়েছেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা। আমি সত্যি করে বলিতেছি জনাব মওসফ এর নিকটে বসার পরে উঠার আর মনে চাইত না। এবং তাঁহার কথাবার্তা শুধু শুনারই আগ্রহ থাকত। যেমন অন্তরে বাসনা জাগে যে, রাত দিন বসে শুনতে থাকি। আল্লহার অলিদের কি উলফত আমি কি বলব এবং প্রথম দিকে জনাব মওসুফ জমিন এবং আসমানের পার্থক্য মনে হতো আল্লাই ভাল জানেন তাদের ব্যাপারে।

 # জনাব নওয়াব হেলাল রিকাবে আমির কাবির সামছুল আমরায়ি, বাহাদুর রইসুল আজম রিয়াসত সরকার হায়দ্রবাদ দক্ষিণ এর দৃষ্টিতে ঃ

কুতুবে রাব্বানী সবীহে গাউছে আজম জিলানী, আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) ধারাবাহিক ভাবে যুগের উলুম ওয়া ফুনুনের রাস্তাধরে আগত হওয়ার ফলে কিছু কমিশনার কালেক্টর তাহার সন্নিকটে এসে তাহার গুনের এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যের রঙে রঙিন হয়েছেন। এই হযরত তাদের বর্ণনা হলো যে, তিনি সায়্যেদ মাওলানা, মুক্তাদানস, আওলাদে গাউসুস সাকলাইন, হাজীউল হারামাইন শরীফাইন, মমতাজুল কাওনাইন, সাহেবে জামাল বা কামাল বুজুর্গ, মামদুহুস সিফাত, মামদুহুল আলেম, মুনকারুন নফস, মরদে আজিলত নসীন, আলীয়ে মরতবাত, সাহেবে মরতবা মকবুলিয়াত, সাহেবে দাস্তান ..... জামেয়ে কামালাত, মা'দুনাল হাসানাত ওয়াল বারাকাত, জামেয়ে আওসাফ মুতাওয়াক্কিলিন মুতাসফেক বাসিফাত কামেলিন, মুনতাখাবে ওয়া মরতাজ, বুজুর্গাওয়ার, জাহেদ ওয়া তাকওয়া, আখলাকে মিসকিনিয়াতে মাজাজি, লাতামময়ী, সাফ দিলি সফয়া রিসানী, আম পাওয়ান্দ শারায়ে ইসলাম-এ শুকরগুজারকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, দরবেশী জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, উলামায়ে হাক্কানী সাহেবে সাজ্জাদানাশীন আশরাফ সিমনানীর সুযোগ্য উত্তরসূরী। এমনকি আ'লা হযরত আশরাফি মিয়া মারেফতের দৃষ্টিতে এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, আলেমদের, মাশায়েখদের মন্তব্য থেকেই অনুভব করা যায়। মূল কথা হলো নেক্কার বান্দাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলে

আল্লাহ তায়ালা সেথায় অশেষ রহমত বর্ষন করে থাকেন, গোনাহের কাফফারা হয়ে য়ায়, আমল ও আকাইদের ত্বরক্কী ঘটে তাই তাঁহাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দুনিয়ায় বসবাস করতে ও চেষ্টা করবেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ কামিল ওয়ালিদ পুরী ঃ

হযরত কামিল শাহ তখনকার জামানায় এক মস্তবড় আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি হযরত গাউসুল আলম মাহবুবে ইয়াজদানি মাখদুম সুলতান সায়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহি রাহমাত) সম্পর্কে জানতেন এবং রুহানী শক্তিতে লাভ হয়েছেন। কুতুবে রাব্বানী আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) বলেন, জনাব মাওলানা কামিল সাহেব বলেন, একদিন আমি আমার ভাতিজা আব্দুল আজিজের ঘরে জৌনপুরে অবস্থানরত ছিলাম, মুরাকাবা অবস্থায় জানতে পারলাম যে, বেগুনি রংয়ের একটি ঘোড়া দাঁড়ানো আমি ঘোড়ার উপর চড়ে বসলাম আমাকে এক পলকে আস্তানায়ে রুহবাদ দরগাহ শরীফে নিয়ে গেল হযরত মাহবুবে ইয়াজদানির যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য হলো এবং আমাকে অনেক কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন এবং হযরত আমাকে নিজের পরিধান বস্ত্র পড়িয়ে দিলেন। একটি রূপায় বল্লম যার লম্বা এক গজের চেয়ে কম হবে আমাকে দান করিয়া ছিলেন"।

মাখদুমী ফায়েজে মালামাল প্রাপ্ত সেই বুজর্গের কাজ ছিল বেশির ভাগই ওরসে মাখদুমির মধ্যে অথবা অন্য যে সময় বেশির ভাগই এক/দেড়শত লোক নিয়ে মুরিদান খলিফা সহ দরগাহে আসতেন। একমাত্র আশরাফী মিয়ার খানকাহ ছাড়া অন্য কোথাও তিনি অবস্থান করেনি। যেই সময় তাহার এলাকায় ছিলাম বেশির ভাগই আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর সম্মানিত পিতাকে বলতেন যে যখনই সাহেব জাদা গ্রামের মধ্যে আসেন তখন তাকে বলবেন তিনি যেন আমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান না করেন।

হযরত মাওলানা শাহ আলে আহমাদ মুহাদ্দেস হিন্দ শুম্মা মাদানী ঃ

কুতুবে রাব্বানি আলা হযরত আশরাফী মিয়া ফরমাইয়াছেন ঃ হযরত মাওলানা আলে আহমাদ মুহাদ্দেসে হিন্দি এর বাড়ি ছিল ফুলওয়াউই শরীফ। তিনি শাহ নিয়ামত আলী ফুলওয়ায়উই এর বংশধর ছিলেন। বিদ্যা অর্জন ও দাস্তার ফযীলত অর্জন করার পর দেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে রত হলেন এবং মুজরাদানা জিন্দেগী পাড়ি দিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে মদীনা শরীফে অত্যন্ত আজিজির সহিত সহিত উপস্থিত হলেন। এই খানে মসজিদে নব্বী শরীফের মধ্যে শিক্ষাদানে ব্রতী হলেন এই অবস্থায় খেদমতে আওলিয়া এবং উলামাদের মধ্যে

প্রবেশ করেন। যখন বাম দিকের ইমাম উচ্চাসীন হয়ে গাউস হয়ে গেল তখন তাহার মরতবা বাম দিকের পেলেন। শুধু একটি ধাপ গাউসিয়াতের বাকী ছিল। ১২৯০ হিজরীতে শাবান মাসে একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, রওয়াজা শরীফের সামনে একটি চৌকি পাতানো আছে আর তাতে জালওয়ায়ে আফরোজ হযরত মাহবুবে ইয়াজদানি সুলতান সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহি রাহমাত) এবং ছোট একটি বালক আছেন। আর সকল আওলিয়াগণ নিচে নামাযের সুরতে হাত বেঁধে দাঁড়ানো আছেন সবার দিকে মাহবুবে ইয়াজদানি লক্ষ্য করে প্রত্যেককে সুসংবাদ প্রদান করছেন। যখন হযরত মাওলনা আলে আহমাদ মুহাদ্দিস হিন্দী (আলাইহি রাহমাত) এর দিকে তাকান তখন তিনি ফরমান যে, "আলে আহমাদ কুতুবুল আকতাব খাওয়াহি শাদ অর্থাৎ তুমি আউলিয়াদের জমিনের উপর সর্দার হইবে।

এতো বড় মুহাদ্দেস কুতুবে জামানায় গাউছ এর সময় আলা হযরত আশরাফী মিয়া তার পীর ও মুর্শিদ এবং অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন।

আলা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর ঘটনায় আছে। এই বৎসর হযরত পীর ও মুর্শিদ হাজীউল হারামাইন শরীফাইন সৈয়্যেদ আবু আহমাদ আশরাফ হুসাইন জাদা মীদনা শরীফ যিয়ারত এবং হজ্জে বায়তুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হন। যেখানে মওলানা হযরত মাহবুবে ইয়াজদানিকে মুখামুখি সামনা সামনি দেখেছিলেন তিনি ঐ জায়াগার মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত সালাম পড়তে শুরু করলেন মাওলানা উঁনার পিছনে দাঁড়ানো ছিলেন। সালাত সালাম শেষ করার পর মাওলানা জিজ্ঞাসা করলে আপনি হিন্দুস্থানের বাসিন্দা, কাচ্ছাউছা শরীফ আপনার ঘর? আপনি হযরত মাহবুবে ইয়াজদানির বংশধর? আপনার দাদা আপনার সাথে আছে এবং আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল।

মূলত হযরত আলে আহমাদ মুহাদ্দেস মাদানী মদীনা শরীফ হইতে কাচ্ছাউছা মুকাদ্দাসা এর জন্য ভ্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। এই হইতে প্রথমে হজ্জে বায়তুল্লাহ এর জন্য এখানে এসেছিল এখন হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য কাচ্ছাউছা মুকাদ্দাসের জন্য যাচ্ছি। যখন হযরত (সায়্যেদ আশরাফ হুসাইন পীর ও মুর্শিদ আলা হযরত আশরাফী মিয়া) কাচ্ছাউছা শরীফ ফিরে আসেন মাওলানা ও সংগে ছিলেন কাচ্ছাউছা শরীফ ফকীর খানার উপরে (আলা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) দাঁড়ালেন এবং যখন ফাতিহা পড়ার জন্যে দরগাহ শরীফ যাই তখন কাচ্ছাউছা থেকে দরগাহ এক মাইল দুরত্ব। পায়ে থেকে জুতা খুলে নেন। এমনকি পবিত্র কাচ্ছাউছা শরীফে কোথাও কখনো থুথু ফেলেনি পকেটে একটি

হাত রুমাল রাখতেন প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতেন। কখনো কাচ্ছাউছা মুকাদ্দাসাতে তিনি পেশাব পায়খানা করেননি। মাওলানা লতীফ উল্লাহ সাবেহ মরহুম বাড়ী আলীগড় তাহাকে হাদিসের সনদ দান করে বলেছিলেন, যে, আমার আওলাদ হাজী সৈয়্যদ আবুল মাহ্মুদ আহমাদ আশরাফ আনুমানিক চার বৎসর চার মাস চার দিনের সমসয় বিসমিল্লাহ শরীফ (রাহমুতল্লাহ আলাইহি তিনিই পড়িয়েছে দেন) শুরু করেন। দশই মহরম ১২৯১ হিজরী সনে মাওলানা ও সেথায় উপস্থিত ছিলেন। হযরতজীর আব্বা দাদারা সহ বংশের সবা বংশের মাওলানাকে বলল যে কিছু জিকিরে শাহাদাত করেন। তিনি মিম্বর শরীফে যেতে না চাইলেও পরবর্তীতে মিম্বরে গিয়ে বসলেন। এবং "আল হাসান ওয়াল হুসাইন সায়্যেদ আশহাবে আহলুল জান্নাত" পড়তেছিল অনুবাদ করার পূর্বেই উপস্থিত মুহুর্ত মজলিশে আশ্চার্যান্বিত দৃষ্টি হল নিজেও অঝর নয়নে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর চল্লিশ দিন হুজরার মধ্যে অবস্থান করেন আর ঐ সময়ের মধ্যেই গাউসিয়াতের মরতবা লাভ করেন অতঃপর খুব কম সময়ের মধ্যেই মদীনায় পৌছেন এবং জান্নাতুল বাকী শরীফের মধ্যে দাফন করা হয়। তিনি মাওলানাকে দোয়ায়ে আলিফ এর এজাজত দেন এবং কিরআত দান করেন। যদি কেহ এক বৎসর পূর্ণভাবে এশার নামাযের পর একতাল্লিশবার পাঠ করে বিশ্বাস অবশ্যই দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত হবে এবং মানুষের কাছে ইজ্জাতি হিসাবে সম্মান প্রাপ্ত হবে।

হযরত মাওলানা ফিরিঙ্গী মহল (আলাইহি রাহমাত) ঃ

মুসান্নিফ মাখদুমুল আউলিয়া হযরত মুফতি মাহমদু আহমাদ রিফকাতি সাহেব তার বর্ণনায় আছে।

হযরত মাওসুফ হযরত কুতুবুল আকতাব মুল্লা নিজামুদ্দিন মোহম্মাদ লক্ষ্ণৌভী ওস্তাজুল হিন্দ এর পরপোতা এবং ইলমী এবং রুহানী জানশীন ছিলেন বদায়ূন এবং বারেলীর সকল আইম্মাগণ তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতেন। হযরত মাওলানা মুর্শিদুল আলম মাখদুমুল আওলিয়া মাহবুবে রাব্বানী থেকে কামাল শফকত এবং তাজিম এর সাথে ব্যবহার করতেন তিনি নিজে ফরমাইয়াছেন।

"এই ফকীরের সাথে পরিপূর্ণ বুজুর্গী ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কেননা এই ফকীর নসবান খান্দানে মাহবুবে সুবহানি হইতে সমসাময়িক মাধ্যম দাদা আলা হযরত মাহবুবে সুবহানি আমার সাথে অধিক ভালবাসা খাতিরে বলতেন "আপনাকে ওয়াছেস এর পক্ষ রূহানী পাক হযরত মাহবুবে ইয়াজদানি থেকে সিলসিলার বাইয়াতের মধ্যে ফায়েজ পৌছেছিল তাহার সিলসিলা আশরাফীয়ার মধ্যে বিশেষ করে নিসবাত রূহানী ছিল।

হযরত আব্দুল আজিজ আখন্দ দেহলভী (আলাইহি রাহমাত) ঃ

সুলতান দিল্লির উলামা এবং মাশায়েখদের মধ্যে হযরত শাহ আব্দুল আজিজ আখন্দ এর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিচক্ষণতা ছিল। আলা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এবং তাহার সাথে দিল্লীতে সাক্ষাত হয়। হযরত আখন্দ তাহাকে অত্যন্ত উচ্চ মানের হিসাবে জানতেন তার উপস্থিতিতে নামাযের ইমামতি করিয়েছেন আনুমানিক দশজন সঙ্গী ছিল মেহমান এই অবস্থায় ওয়ায়েজ এর অনুমতি প্রাপ্ত হন। আলা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর সম্পর্কে আখন্দ মিয়ার অন্তরে কতটুকু ধারণা ছিল তা বর্ণনা করা যাইতে পারে যাহা মাহবুবে রাব্বানী আলা হযরত আশরাফী মিয়া নিজেই বর্ণনা পেশ করেন।

দিল্লি শহরে একজন রোগী দিল্লির নামকরা হাকীম বা উস্তাদ মাহমুদ খান এর নিকট চিকিৎসা করার জন্য আসলেন। তিনি রোগীকে দেখে বললেন, এটা রোগ না। তিন দিনের বেশী এই রোগ থাকলে মৃত্যু ছাড়া বিকল্প নাই। কোন দরবেশ অথবা বুজুর্গকে দেখাও। তখন মসজিদের মধ্যে শাহ আখন্দ সাহেব এর নিকট নিয়ে গেলেন তিনি এই রোগীকে দেখে বললেন ঃ

আমার নিকট কেন আসছ আমাদের শাহজাদায়ে কাওনাইন আওলাদে গাউসুস সাকালাইন শাহ আবু আহমাদ আলী হুসাইন আশরাফী জিলানী (আলাইহি রাহমাত) দুনিয়ার বেগ, খাঁন, মীর, বাদশাহ কঠুরীর মধ্যে অবস্থিত তাঁহার নিকট নিয়ে যাও কাচ্ছাউছা শরীফের মধ্যে তাঁহার দাদার মাজার শরীফের এতই গুণ যে, জ্বীন এবং শয়তান পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যায়।

হযরত মাওলানা হাসান জামান নিজামী হায়দ্রাবাদী (আলাইহি রাহমাত) ঃ

কুদওয়াতুল মুহাদ্দেসিন, রঈসুল মুতাসসাওসিও হযরত মাওলানা খাজা হাসানুজ্জামান চিশতী নিজামী ফাখরী সুলাইমানী (আলাইহি রাহমাত) এর জাত মোবারক অত্যন্ত আনজুমানে ইরফান ছিল। তিনি উলুমে ইসলামিয়া মহরে মুনির, বদরে কামিল ছিলেন। ইশ্‌ক মারেফতের কেন্দ্র ছিলেন। তাহার ইলমে হাদিসের খেদমত অনুমান করলে সকল মাসায়েলের মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলীল আহলে বাইয়্যাতের রাওয়াতে সকল কে একত্রের নাম "আলফিকহুল আকবার ফি উলুমে আল বায়তুল আতহার" তাজবীজ করেন। হযরত মাওলানা কমরুদ্দিন ফখরে পাক (আলাইহি রাহমাত) এর পবিত্র পুস্তক "ফখরুল হাসান" এর দলীল পেশ করেন। হযরত হায়দ্রাবাদী (আলাইহি রাহমাত) এর সাথে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর

সাথে সাক্ষাৎ তাহার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা হাফেজ সায়্যেদ মোহাম্মদ আলী খাইরাবাদী (আলাইহি রাহমাত) এর আস্তানার মধ্যে হয়েছিল। দুই জনকেই পরিস্কার অন্তর করনের মুল আস্তানা ছিল হায়দ্রাবাদ এর উপরে। আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) কে হযরত হায়দ্রাবাদী যথেষ্ট ইজ্জত এবং এহতেরাম করতেন এবং খানকাহ শরীফে নিয়ে যেতেন। হযরত শাহ আব্দুল গফুর আশরাফ হুসাইনি আশরাফী (আলাইহি রাহমাত) "লাতায়েকে আশরাফী" এর মধ্যে হযরত হায়দ্রাবাদী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে তিনি হলেন আহলে বাসখারীর জন্য বড় নিয়ামত।

হযরত মাওলানা মাহবুব সাহেব মোবারক পুরী ঃ

হযরত মাওলানা মাহবুব সাহেব আশরাফীয় অতি সমসাময়িক আলিমে মুহক্কিক হিসাবে পরিচিত ছিল। তিনি দারুল উলুম আশরাফীয়া হইতে ফারেগ হয়ে দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত থাকেন। তিনি হুজুর মুহাদ্দেসে আজম হিন্দ কাচ্ছাউছাই (আলাইহি রাহমাত) এর হাতে বায়াত ছিলেন। যার জন্য তিনি খান্দানে আশরাফীর উপর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আক্বীদা রাখতেন। তাহার নূরে নজর মুহাম্মাদ হাশেমী সাহেব মুদাররিস আল জামিয়া আশরাফীয়া মোবারকপুর তাহার তাওয়া এর রওশন প্রকাশ পেয়েছে। হুজুর হাফেজে মিল্লাত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী (আলাইহি রাহমাত) মোবারক পুরে আগমন করেন। তাহার আগমনের ফলে অত্র এলাকার ওহাবিয়্যাত এবং দেওবন্দীয়্যাত এর গোমরাহী এবং বাতিল আক্বিদা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। আর এই অন্ধকারের মধ্যে প্রথমেই কুতুবে রাব্বানী আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) এর ওয়ায়উদ সামউদ হল। ওহাবী এবং সুন্নীদের মধ্যে মোবারক পুরের সমস্ত মানুষ সমস্বরে বলতে লাগল যে, যেই দলের মধ্যে আলে রাসুল আওলাদে গাউছে পাক (আলাইহি রাহমাত) আছেন তাহা কখনো বাতেল হইতে পারেনা। এজন্য ঝাঁকে ঝাঁকে লোক হাত ধরে বায়াত গ্রহণ করতে লাগল। যাদের চরণের ধুলির গুণে এদেশ থেকে ওয়াহাবিয়্যাত আক্বীদা দূরীভূত হয়ে যায়। এ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে এক পর্যায়ে ওহাবীরা তাহাদের উপরে অপমান সূচক বাক্য যাহা অশালিন যথা তারা বলতে লাগলেন যে, তাঁহারা কাচ্ছাউছা শরীফ থেকে এসে এখান থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে যায়। এই অপবাদে জবাব দিলেন আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) আজ পর্যন্ত তার প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি।

ওহাবীদের এই অপবাদের জন্য মাওলানা মাহবুব সাহেব আশরাফী এক

অভূতপূর্ব চুলচেরা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উত্তর দিয়ে একটি পুস্তক লিখলেন কিতাবটির মূল আলোচনা ছিল।

"বুজুর্গানে দ্বীনকে গালি না দিয়ে তো দেওবন্দীদের ইবাদতই কবুল হয় না"

মোবারকপুরের মুসলমানদের কথা আমার মনে আছে। মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব ক্বিবলা আগমণ করার ছয় মাস আগে জমাদিউস সানি ১৩৫৩ হিজরী সনের প্রায় শেষের দিকে ঐ বৎসর কিছু সময় হযরত শাহ আলী হুসাইন আশরাফী ক্বিবলা ও মুহাদ্দেসে আজম হিন্দ ক্বিবলা (আলাইহি রাহমাত) মোবারক পুরে আগমন করেন নাই। অথচ তাঁহাদের নামে চাঁদা আদায় সহ মাদ্রাসার জন্য কিছু আদায় করা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার এবং মিথ্যাবাদী পথ প্রদর্শক এবং মিথ্যুক নাম্বার পাঁচ।

মাদ্রাসা আশরাফীয়া মিসবাহুল উলুম মোবারকপুর রূহানী ফায়েজের জন্য মোবারাকপুরের সকল মুখলিসগণ অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যের কারণে মাদ্রাসার ফলটিকে রূপার দ্বারা তৈরী করে মাদ্রাসার বুনিয়াদ স্থাপিত করে ধরে রাখলেন সেই সময় ১৩৫৩ হিজরীতে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া তাহার পবিত্র হাতে তাহা উদ্বোধন করে ঘোষণা করলেন যে, তোমরা নিজেরা নিজেদের জজ্বা দেখাও আর তাতে করে এলাকার ওহাবীরা উলামায়ে সুন্নিদের উপর অপবাদ আরোপ করতে থাকে।

"মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত মিসবাহুল উলুম এর ধর্মীয় খেদমতে ১৩৫৩ হিজরী শাওয়াল মাসকে বিশেষ দিন হিসাবে স্মরণীয় করে ধরে রাখছেন। মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা এবং নতুন বিল্ডিং নির্মান করার মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ আলী হুসাইন আশরাফী ক্বিবলা হযরত মুহাদ্দিসে আজমে হিন্দ, হযরত সদরুস শরীয়াহ সাহেব ক্বিবলা (আলাইহি রাহমাত), আরো অনেক উলামাযে কেরামগণ মোবারকপুরের জমিনে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ পবিত্র হাতে মাদ্রাসার নতুন বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধন করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার ১১টার সময় ওলামায়েকেরামগণ উপস্থিত হলেন সবাই অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ করে হযরতকে স্বাগতম জানালেন জুমআর নামাযের পর হযরত মুহাদ্দিস সাহেব ক্বিবলা আলোচনা রাখলেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে উদ্বোধন করার জন্য ঘোষনা করা হলো মোবারকপুরের লোকজন যার জন্য পাগল দেওয়ানা তাঁরই উপস্থিতিতে উদ্বোধন হবে বলে এলাকার প্রায় সব লোকই সেই অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। এতই উপস্থিতি ছিল যে শুধু আদমের পা আর পা নজরে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এই মহান ব্যক্তির উসিলায় সেখান থেকে সমস্ত ওহাবীদের

দৌরাত্ম চিরতরে বিদায় হয়ে গেল।

ওহাবীদের দাত ভাঙ্গা জবাব দিলেন মাওলানা মাহবুব সাহেব আশরাফী ঃ

"আহলে আল্লাহদেরকে গালি দেওয়া দেওবন্দীদের চরিত্র যাহা মোবারকপুরে চন্দ্রের ন্যায় প্রস্ফুটিত। মুসলমানের মধ্যে মতানৈক্য তাহা নতুন নহে তাহাদের দেওবন্দী আলেমগণ যথা মৌলভী মাহমুদ, মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ, মৌলভী শুকর উল্লাহ, তাহারা এই মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং উলামায়ে আহলে সুন্নাত তাদের সাথে শত্রুতার বীজ বপন করিয়াছে তারা হলো মিথ্যুক নাম্বার চার। মুসলমানদের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি সাময়িক দূর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু আহলে সুন্নাত এর বুজুর্গের নেক নজরের ফলে আশরাফীর সাথে সম্পর্ক থাকার ফলে আজ পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা করে আসছে।

শায়খুল উলামা হযরত মাওলানা গোলাম জীলানী সাহেব আজমী (আলাইহি রাহমাত) ঃ

হযরত মওসুফ সদরুশ শরীয়াহ মুসান্নিফ বাহারে শরীয়ত (আলাইহি রাহমাত) ছাত্র জীবন যখন ভরপুর তখন দারুল উলুম ফায়জুল রাসুল বারাও শরীফ এর মধ্যে শায়খুল হাসিদ মুসান্নিফ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলেন আলা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) মাশায়েখদের মধ্যে সুফিদের আনজুমানের প্রধান ছিলেন।

তিনি লিখেন, "মাখদুমী সৈয়্যদ শাহ আলী হুসাইন সাহেব আশরাফী এবং মাখদুমি সুফি হযরত মাওলানা পীর জামআর আলী শাহ সাহেব ক্বিবলা তাহাদের ইন্তিকবাল অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে হয়েছিল। এবং রইসুল আসফিয়্যাহ হযরত শাহ আলী হুসাইন সাহেবে আশরাফী (আলাইহি রাহমাত) এর অনেক মুরীদ মুরাদাবাদে ছিল। এছাড়া বাহির থেকেও এই আগমণ অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য এসেছিলেন তাই বহু মানুষের সমাগত সেদিন হয়েছিল।

হুজুর শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ খান সাহেব আজিজি (আলাইহি রাহমাত) সাবেক প্রিন্সিপাল দারুল আলিমিয়্যাহ জমদাশাহী ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

হযরত মাওলানা আজিজ সাহেব (আলাইহি রাহমাত) বলেন, "রঈছুল আসফিয়্যাহ শব্দটি সাধারণ মানুষের জন্য নহে তা শুধু বজুর্গদের জন্য যাঁহারা দ্বীনের উপর মুত্তাকী, পরহেজগারী, নেক্কার, আল্লাহর রাস্তায় সদাই আহবান কারী হন। হযরত শায়খুল উলামা হযরত শাহ আলী হুসাইন (আলাইহি

রাহমাত) সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি যার সম্মানে রঈছুল আসফিয়্যাহ লকব স্মরণ করা যাইতে পারে।

কাজি শরীয়ত হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ শাফী সাহেব মোবারক পুরী ঃ

হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ খান আজিজি তার ওস্তাদ কাজি সাহেব এর এরশাদ তার নিজের ভাষায় এমন করে নকল করেছেনঃ "মাহবুবে ইয়াজদানি হযরত মাখদুম আশরাফ সিমনানী আলাইহি রাহমাত) এর খান্দানের চাশমো চেরাগ হলেন আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) যাহার সিলসিলা আশরাফীয়ায় অনেক এলাকায় বিস্তীর্ণ তিনি অত্যন্ত সুফি বুজুর্গ ছিলেন, মুত্তাকী, পরহেজ গারীর দিক দিয়ে আলা দরজার মালিক, দ্বীন ইসলামের সত্য খাদেম, তাঁহার বিশেষ মুরিদের অংশ মোবারক পুরে পাওয়া যায়, তাঁহার জাতের দিকে সম্পর্ক আছে। আমাদের মোকবারকপুরে দরজায় দারুল উলুম আশরাফীয়া মাদ্রাসা আছে। যাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়, হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) যাহার প্রথম বুনিয়াদ স্থাপন করেন। তাঁহার উন্নত চরিত্র এবং চেহারায়ে নুরানীর জন্য অনেকেই ভক্ত এবং মুরীদ হয়ে যেত। আজ কাল বিভিন্ন এলাকায় মিলাদ শরীফের মধ্যে বিভিন্ন সালাম এর ছন্দ উচাচরন করে থাকে যার মধ্যে আশরাফীর নামও রয়েছে ছন্দগুলি ও আলা হযরত আশরাফী মিয়ার। তিনি অত্যন্ত সুন্দর না'ত শরীফ লিখেছেন। যাহার পাঠান্তে আশেকদের অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

হুজুর হাফেজে মিল্লাত মাওলানা শাহ হাফেজ আব্দুল আজিজ সাহেব মুহাদ্দেস মুরাদাবাদী (আলাইহি রাহমাত) ঃ

জালাতে উলুম হুজুর হাফেজে মিল্লাত মুহাদ্দেস মুরাবাদী জামেয়ে কামালত এক উচ্চ বংশীয় ভোজপুর মুরাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। হাফেজে কোরআনে কারীম হওয়ার ফকীহে তাজেদার, ইলমে হাদীস, সদরে শরীয়াহ, বদরে ত্বরীক্বত, মুসান্নিফ বাহারে শরীয়ত, হযরত মাওলানা আল্লামা আবুল উলায়ে আমজাদ আলী (আলাইহি রাহমাত) এর কাছে উচ্চ ইলম শিক্ষা করে পরিপূর্ণতা লাভ করে জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হয়ে তাজকীয়ায়ে নফস, তাতহীরে ক্বলব, এর দিকে তাওয়াজ্জু এবং কুতুবে রাব্বানী আলা হযরত আশরাফী (আলাইহি রাহমাত) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। ইলমে জাহিরীর সাথে সাথে ইলমে বাতেনী ইলম ও অর্জন করতে আরম্ভ করেন অতপর দারুল উলুম আশরাফীয়া মিসবাহুল উলুম মুবারকপুরে খেদমত করার সুযোগ পেয়ে সেথায় আনজাম দিতে থাকেন আর সেই সুবাদেই তাহার পীর ও মুর্শিদ আলা হযরত আশরাফী মিয়ার

সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হওয়ার সুযোগ হলো।

শহরে বোখারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী বলেন, হযরত আশরাফী মিয়া একবার আজমীর শরীফে মসজিদে শাহজাহান এর মধ্যে মিম্বরে বসে কিছু আলোচনা পেশ করার সাথে সাথে এতই আকৃষ্ট হলো যে, উপস্থিত সবাই মুরীদ হয়ে গেল। হযরতের নিজের রুমাল দিয়ে আমামা বাধলেন আমামা শরীফের মধ্যে সকল উলামা গণও ছিলেন। প্রিন্সিপাল জামেয়া আশরাফীয়া মোবারকপুর হযরহ আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ আহমাদ মিসবাহী (আলাইহি রাহমাত) তাহার নিজের বর্ণনায় বলেন, হাফেজে মিল্লাত (আলাইহি রাহমাত) একবার আমাকে বললেন হযরত শাহ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) আমাদের যুগে ছাত্র জীবনে আজমীর শরীফ পৌছে তাঁহার কাছে সিলসিলার মধ্যে গাউসে আজম পর্যন্ত শুধু চারটি স্তর আছে। আমি চল্লিশজন বন্ধুসহ একসাথে সিলসিলার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এবং সিলসিলায়ে আশরাফীয়ার মধ্যে ছাত্র হলেন। ..... মোবারকপুর আসলাম যখন আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া উপিস্থি হলেন তখন আমাকে খিলাফতও দিয়ে দিলেন। আমি আরজ করলাম হুজুর আমি তো সেটার উপযুক্ত নই। তিনি বললেন, "দাদ হাক্ব রা কাবুলিয়্যাত শার্ত নিসত"

এমন ও নয় যে, হাফেযে মিল্লাত বন্ধুদের দেখাদেখি মুরীদ হয়েছিলেন কখনো নয় মূলত সত্য অন্তরে পীরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জেনে তাঁহার হাতে হাত দিয়েছেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ খান সাহেব আজিজি (আলাইহি রাহমাত) ঃ

হযরত মাওলানান অনেক পূর্বেকার আলেমদের মধ্যেই অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। নিজস্ব দারুল উলুম আশরাফীয়া মোবারকপুরে হাফেজে মিল্লাতের নেক সায়াতলে ইলমে জাহিরি ইলমে বাতেনী শিক্ষায় ধন্য হয়। কিছু দিন দারুল উলুম আশরাফীয়া মাদ্রাসার সদারতের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর দারুল উলুম আলিমিয়্যাহ জমদ শাহীতে সদারতের দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে সদারতের দায়িত্বপর্ণ করে মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া রুনাহী, জেলা ঃ ফায়জাবাদে এক পূর্ণ সহযোগিতায় খেদমত করেন।

হযরত ওস্তাদ মোকাররম (আলাইহি রাহমাত) হযরত আশরাফী মিয়ায় পবিত্র জাতে মোবারক অতঃপর অনেক বার হযরত মাখদুম সিমনানী (আলাইহি রাহমাত) এর মাজার শরীফে উপস্থিত হয়ে ফায়েজ হাসিল করেন। আস্তানায়ে আলীয়াতে বহু বিমারী, জীন, ভূতের প্রভাবিত ব্যক্তি ছিলেন রং ঢংয়ে ভয় প্রাপ্ত

হয়ে থাকে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ চিন্তা করে দেখুন যেই ব্যক্তি নিজের জিন্দেগীর শুরুতেই ভাল থাকে হযরত আশরাফী মিয়া এর জাতে আকদাস সুন্দর চরিত্র যাহার চিন্তা শক্তির মধ্যে প্রবেশ করে সেটা কি সহজেই তাহার চরিত্র থেকে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ শফী সাহেব (আলাইহি রাহমাত) আমার ওস্তাদদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত মহান বুজুর্গ ছিলেন যিনি মোহাদ্দেসিনদের মধ্যে বলা যাইতে পারে যার জন্য তাহার দরজা অনেক উর্ধ্বে তিনি বললেন আ'লা হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) ফায়েজ মন্দ মহান বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

সত্য কথা হলো হযরত আশরাফী মিয়া (আলাইহি রাহমাত) তাঁর জামাতে সেই মাশায়েখে আসফিয়্যাহদের সাথে যিনি আল্লাহর নিকটতম বন্ধু ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেন।

অর্থাৎ "বান্দা যখন নফল বন্দেগী করতে করতে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়ে যায় আল্লাহ তাকে মাহবুব হিসাবে কবুল করে নেয়। অতঃপর তার কান আল্লাহর কান হয়ে যায়, যাহা দ্বারা সে শ্রবন করে। তার চক্ষু আল্লাহর চক্ষু হয়ে যায় যাহা দ্বারা সে দেখে। তার হাত আল্লাহর হাত হযে যায় যাহা দ্বারা সে ধরে। তার পা আল্লাহর পা হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। এমনকি যে কোন জিনিস সে আল্লাহর কাছ চায় আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথেই তা পূরণ করে থাকেন"। আর যদি কেই আল্লাহর পানাহ চায় তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই পানাহ দিবেন"। (সহীহ বোখারী- পৃঃ ২৯৩ ২য় খন্ড)

আল্লাহ নৈকট্যের এই উচ্চ মর্যাদা খুবই রিয়াজত এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবার থেকে পেয়ে থাকেন যার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত শ্রবন শক্তিতে তারা এমন আওয়াজ শুনে যা অন্য কেউ শুনতে পায়না, তার চোখের সামনে এমন মুখফী জিনিস ঘটে যা অন্য কেউ দেখতে পারেনা। তার হাত আল্লাহর মাজহায় হয়ে যায়, তারা নিজের পা দিয়ে সেখাতে যেতে পারেন যেখানে কোন সাধারন লোকের যাওয়া সম্ভব নয়। নিজেই শুনতে পাই অন্য কোন জন তাহার শুনার সুযোগ পায়নি।

মুজাদ্দিতে মিয়াতে হাজিরা ইমাম আহমাদ রেজা আলা হযরত ফাজেলে ব্রেলভী (আলাইহি রাহমাত) বলেন ঃ

"আশরাফী এ্যায় রুখতে আইনায়ে হুসনে খুবা
এ্যায় নাজর করদাহ ওয়া পারওয়ারদাহ সুয়ে মাহবুবা"

আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র ৯৯টি নাম সমূহ ঃ-

হুয়াল্লালুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম, আল মালিকু, আল কুদ্দুসু, আস সাল্লামু, আল মু'মিনু, আল মুহাইমিন, আল আজিজু, আল জাব্বারু, আল মুতাকাব্বিরু, আল খালিকু, আল বারিয়ু, আল মুসাওয়িরু, আল গাফফারু, আল ক্বাহ্হারু আল ওয়াহ্হাব, আল রাজ্জাকু, আল ফাত্তাহু, আল আলিমু, আল ক্বাবিদু, আল বাছিতু, আল খাফিদু, আর সাফিউ, আল রাফিউ, আল মুইজ্জু, আল মুজিল্লু, আসসামিউ, আল বাছিরু, আল হাকামু, আল আদলু, আল লাতিফু, আল খাবিরু, আল হালিমু, আল আজিমু, আল গাফুরু, আশ শাকরু, আল আলিয়ু, আল কাবিরু, আল হাফিজু, আল মুকিতু, আল হাসিবু, আল জালিলু, আল কারিমু, আর রাকিবু, আল মুজিবু, আল ওয়াসিয়ু, আল হাকিমু, আল ওয়াদুদু, আল মাজিদু, আল বায়িস, আশ সাহিদু, আল হাক্কু, আল ওয়কিলু আল কাবিয়ু, আল মাতিনু, আল ওলিয়ু, আল হামিদু, আল মুহসিয়ু, আল মবদিয়ু, আল মুয়িদু, আল মুহয়ি, আল মুমিতু, আল হাইয়ু, আল কাইয়ুম, আল ওয়াজিদু আল মাজিদু, আল ওয়াহিদু, আল আহাদু, আস সামাদু, আল ক্বাদিরু, আল মুক্বতাদিরু, আল মক্বাদ্দিমু, আল মুআখ্খিরু, আল আওয়ালু, আল আখিরু, আল বাতিনু আল জাহিরু, আল ওয়ালিয়ু, আল মুতাআলিয়ু, আল বারদু, আল তাওয়াবু, আল মুনতাক্বিম, আল আফুয়ু, আর রাউফু, মালিকু, আল মুলকি, জুল জালালি, ওয়াল ইকরাম, আল মুক্বসিতু, আল জামিলু, আল মুগনিয়ু, আল মতিয়ু, আর মানিয়ু, আদ দ্বাবরু, আন নাফিউ, আন নূর, আল হাদীয়ু, আল বাদিয়ু, আল বাক্বিয়ু, আল ওয়ারিছু, আর রাশিদু, আশ শাকুরু, আস সাবুরু। মালিকুল মুলকি জুল জালালী ওয়াল ইকরাম।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র ৯৯টি নামসমূহ ঃ-

মোহাম্মাদুন, আহ্মাদুন, হা-মিদুন, মাহ্মুদুন, ক্বা-সিমুন, আ-ক্বিবুন, ফা-তিহুন, খা-তিমুন, হা-শিরুন, মা-হিন, দা-য়িন, সিরা-জুন, রাশিদুন, মুনিরুন, বাশিরুন, নাজিরুন, হা-দিন, মুহদিন, রাসু-লুন, নাবিয়্যুন, ত্বা-হা, ইয়া-সিন, মুজাম্মিলুন, মুদ্দাশিরুন, শাফিউন, খালি-লুন, কালি-মুন, হাবি-বুন, মুস্তফা, মুরতাজা, মুজতাবা, মুখতা-রুন, না-সিরুন, মানছু-রুন, ক্বা-য়িমুন, হা-ফিজুন, শাহি-দুন, আ-দিলুন, হাকি-মুন, নু-রুন, হুজ্জাতুন, নুর-হানুন, আবতাহিয়ুন, মু'মিনুন, মুতিয়ুন, মুজ্জাক্কিরুন, ওয়া-যুজন, আমি-নুন, সা-দিকুন, মুসাদ্দিকুন, না-তিকুন, সা-বিুন, মাক্কিয়ুন, মাদানিয়ুন, আরাবিয়ুন, হা-শিমিয়ুন, ত্বিহা-মিয়ুন, হিজা-

জিজুন, নিজারিয়ুন, কুরাইশিয়ুন, মুদারবিয়ুন, উম্মিয়ুন, আজি-জুন হারি সুন, রাউ-ফুন, রাহি মুন, ইয়াতি-মুন নাগিয়ুন, জাওয়া-দুন, ফাত্তা-হুন, আ-লিমুন, ত্বাইয়্যিবুন, ত্বা-হিরুন, মুত্বাহিহিরুন, খাতি-বুন, ফাসি-হুন, সাইয়্যিদুন, মুত্তাকীন, ইমা-মুন, বা বরুন, শা-ফিন, মুক্তাওয়াসসিতুন, সা-বিকুন, মুক্বতাসিলুন, মাহদিয়ুন, হাক্কুন, মুবিনুন, আওয়ালুন, আখিরুন, জা-হিরুন, বা-তিনুন, রাহমাতুন, মুহাললিুন, মুহাররিমুন, আ-মিরুন, না-হিন, শাকুরুন, ক্বারি-বুন, মুনি-বুন, মুবাল্লিগুন, ত্বা-সিল, হা-মিম, হাবি-বুন, আওলা, ওয়াসাল্লাম, আল্লাহি আলা খাইরি খালকিহি মোহাম্মাদিও ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিবি আজমায়িন।

হযরত গাউছুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ৯৯টি পবিত্র নামসমূহ

হুয়া গাউসু,আল্লাজি, লা গাউসা, ইল্লা হুয়া, সাইয়্যিদুন, মুআয়য়িদুন, কারিমুন, আজিমুন, শারীফুন, জারিফুন, ইমামুন, মু'মিনুন, মুহাইমিনুন, সা-লিকুন, সা-লিহুন, মনইমুন, মুকাররামুন, ত্বাইয়্যিবুন, হুয়াল কুতবুল্লাজি লা কুতবা ইল্লা হুয়া আব্দুল কাদির, আল জীলানী, জাওয়া-দুন, মুরফা-দুন, সা-ইমুন, ক্বা-ইমুন, আ-বিদুন, জা-হিদুন, সা-জিদুন, ওয়া-জিদুন, মা-জিদুন, সালিয়ুন, খলিয়ুন, ত্বক্বীয়ুন, নক্বীয়ূন, কা-মিলুন, বা-রিজযুন, সফিয়ুন, জাকিয়ুন, হামি-দুন, না-সিরুন, মুনা-সিরুন, সায়িদ-দুন, রাশি-দুন, মুনজী, গাউসুন, কুতবুন, নক্বীবুন, নাজি-বুন, খা-শিয়ুন, খা-দিয়ুন, বুরহা-নুন, সা-হিবুন, সা-ক্বিবুন, ওয়া-রিসুন, ওয়া-দিয়ুন, বা-রিয়ুন, ফা-য়িকুন, লা-ইকুন, রা-সিখুন, সা-মিখুন, ওলিয়ুন, খলিয়ুন, জা-হিরুন, বা-তিনুন, ত্বা-হিরুন, মুত্বাহহারুন, মুতি-য়ুন, মুজি-বুন, শা-হিদুন, রা-শিদুন, ঝা-ইদুন, বাসি-রুন, মুনী-রুন, সিরা-জুন, তা-জুন, মুক্বাররাবুন, মুহাদ্দিসুন, খলি-লুন, দালি-লুন, সা-দিকুন, সুলত্বা-নুন, হাসানিয়ুন, হুসাইনিয়ুন, হামবালিয়ুন, খা-ফিযুন, আ-লিমুন, হা-কিমুন, আ-দিলুন, মুয়ী-নুন, মুবি-নুন, মিসবা-হুন, মিফতা-হুন, শা-কিরুন, জা-কিরুন, মালা-লুন, মাআ-জুন, রা-ফিযুন, সিহহুন, ওয়া-সিহুন, ওয়া-হিহুন, হা-ফিজুন, ওয়ালাদু রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসিরান কাসিরা বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

https://ashrafilibrary.blogspot.com

হযরত মাখুম আশরাফ জাহাঙ্গীর ছিমনানী (আলাইহি রাহমাত)-এর ৯৯টি পবিত্র নামসমূহ

এলাহী বেহুরমতে সাইয়্যিদ আশরাফ, মীর আশরাফ, জাহাঙ্গীর আশরাফ মাখদুম আশরাফ, হাজি আশরাফ, হাজিউল হারামাইন আশরাফ, গাজী আশরাফ, মাহবুব আশরাফ, মাহবুব ইয়াজদানি আশরাফ,, তাজ মাহবুবানে আশরাফ, শেক আশরাফ, শায়খুল আশরাফ, কুতবে আশরাফ, কুতুবুল আকতাব আশরাফ, গাউস আশরাফ, গাউসুল আলম আশরাফ, হাদী আশরাফ, শায়খুল ইসলাম আশরাফ, হাদীউল্লাহ আশরাফ, করীম আশরাফ, ফরজন্দে ফাতেমাতুজ্জাহরা আশরাফ, আওলাদে আলী মুরতাদা আশরাফ, মিস্বরা আহমাদ মোজতবা আশরাফ, নাউয়াসা মোহাম্মদ মোস্তফা আশরাফ, কালামে কানান্দাহ দরগাহে ইয়াজদাহ আশরাফ, সানন্দা কালামে সুবহান আশরাফ,, আশিকে আশরাফ, আশিকে আশিকানে আশরাফ, নাহায়েঙ্গে হাজদে দরিয়া আশরাফ, শাহে আশরাফ, শাহে শাহানে আশরাফ,, ফক্বীর আশরাফ, ফক্বীরুল ফুক্বারায়ে আশরাফ, গরীব আশরাফ, গরীবুল গোরবায়ে আশরাফ, মিসকিন আশরাফ, মিকিন মিসকিনানে আশরাফ, সুলতান আশরাফ, সুলাতানে সুলতানানে আশরাফ, মক্ববুলে আশরাফ, মক্ববুলে দরগাহে আশরাফ, হাজা গাশত আশরাফ, রওশন জমীর আশরাফ, রাহনুমা আশরাফ, হযরত আশরাফ, হজরত কুদওয়াতুল কুবরা আশরাফ, এনায়েত উল্লাহ আশরাফ, শুকর উল্লাহ আশরাফ, মাহবুব উল্লাহ আশরাফ, আমগীর আশরাফ, বুরহানুদ্দিন আশরাফ, জামাল আশরাফ, জামালুল্লাহ আশরাফ, জালালে আশরাফ, জালালুল্লাহ আশরাফ, কামাল আশরাফ, কামলুল্লাহ আশরাফ, আবিদে আশরাফ, জাহিদে আশরাফ, ওলিয়ে আশরাফ, বাদশাহে আশরাফ, আমিরে আশরাফ, আলিমে হাক্কানী আশরাফ, আরেফে রাব্বানী আশরাফ, মুরশিদে সাক্বালাইন আশরাফ, খাদেমুল ফুক্বারায়ে আশরাফ, মুর্শিদে আশরাফ, দস্তগীর আশরাফ, সের হালক্বায়ে কিরে জাকেরা আশরাফ, তাজুদ্দিন আশরাফ, গানৃজে আসরার আশরাফ, কবীর আশরাফ, ইমামুদ্দিন আশরাফ, ফাজিল আশরাফ, জিকরুল্লাহ আশরাফ, ফানাউল হাক্বীকত আশরাফ, ফানাফিল্লাহ আশরাফ, করীম আশরাফ, রাহীম আশরাফ, বসীর আশরাফ, আলিম আশরাফ, সামী আশরাফ, সাত্তার আশরাফ, আওয়াল আশরাফ, আখির আশরাফ, জাহির আশরাফ, বাতিন আশরাফ, গাফ্ফার আশরাফ, কারসাজে আশরাফ, কাসাজা রাহমানিয়াজা আশরাফ, বাখেদা হাম রাজ আশরাফ, আগিসনি ফি ক্বাদায়ে হাজাতি ইয়া ক্বাদিয়াল হাজাত বাহক্কে সাইয়্যিদ মোহাম্মদ ওয়া আলিহি আজমায়িন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

এগিয়ারবী শরীফ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের নিকট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে "গিয়ারবী শরীফ" হলো হযরত গাউছে আজম, মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী শেষ সৈয়দ বড় পীর আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর পবিত্র ওরস মোবারক। কিছু খাদ্য সামগ্রী অথবা মিষ্টিজাত দ্রব্যের উপর ফাতিহা, পবিত্র কোরআন সমুহের আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা কারো দ্বারা পড়িয়ে এগুলো ফকীর মিসকিন, নেক্কারবান্দাগণ ও উলামায়ে কেরামদের মধ্যে বন্টন করে এসব পূণ্য কাজের সওয়াব গাউসে পাক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর রুহ পাকে বখশিয়ে দেওয়া। তাঁর পবিত্র সত্তাকে উসিলা করে নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা। এই ফাতিহা শরীফ বিশেষ করে রবিউসানী চাঁদের একাদশ তারিখ এবং সাধারতঃ প্রত্যেক চাঁদের ১১ তারিখে ক্বাদেরীয়া সিলসিলার ভক্ত ও অনুসারীগণ পালন করে থাকেন। ইহা হুজুর গাউসে পাক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর রুহানী ফায়েজ লাভ করার অন্যতম রাস্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। এ কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে জায়িজ এবং মুস্তাহাব, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান মুহাদ্দেস আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর রচিত "মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাত ফী আইয়্যামিস্‌সানাহ" কিতাব দ্বারা প্রমাণিত।

গিয়ারভী শরীফ পালনের নিয়মাবলী

* দরুদে গাউসিয়া শরীফ ১১ বার ঃ

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল কারাম মামবায়িল ইলমি ওয়াল হিকাম ওয়ালা আলিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।

"আয়াতুল কুরসী" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আততাকাসুর" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আল কাফিরুন" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আল ইখলাছ" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আল ফালাক" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আন নাস" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা আল ফাতিহা" ১১ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"আলিফ লাম" হতে "মুফলিহুন" পর্যন্ত ১১ বার ঃ
দরুদে গাউসিয়া শরীফ ১১ বার
ক্বাসিদায়ে গাউসিয়া শরীফ ১ বার
মিলাদ শরীফ ঃ

" মুনাজাত ঃ

বারবী শরীফ পালন করার নিয়মাবলী

প্রতি চাঁদের ১২ তারিখ খতমে বারবী শরীফ এর আয়োজন করা অতীব সওয়াব ও পূণ্যের কাজ। ইহা গিয়ারভী শরীফের নিয়মেই হবে। তাতে প্রত্যেক দুয়া বা সূরা ১২ বার করে আদায় করতে হবে।

খতমে খাজিগান শরীফ

যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন সাদা কাপড়ে অথবা চাদরের উপরে মিষ্টান্ন দ্রব্য রেখে নিম্নবর্ণিত বুজুর্গদের নামে ফাতিহা দিবেন। বেজোড় সংখ্যক মুত্তাকী নামাযী মানুষ দ্বারা পড়াবেন। খতম শেষে ঐসব বুজুর্গদের উসিলা করে আল্লাহর দরবারে নিজের আশা পূরণের জন্য প্রার্থনা করবেন। ইনশাল্লাহ সাফল্য অর্জিত হবে। পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগাক্রান্তদের পান করাবেন।

ফাতিহা পড়ার নিয়মাবলী

পঠিত সূরাসমূহ এবং তাসবীহ সমুহের সওয়াব হুজুর পুর নুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আম্বিয়ায়েকেরাম, (আলাইহিমুস্‌সালাম) খুলাফায়ে রাশেদীন, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উম্মাহাতুল মুমেনিন, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আজওয়াজায়ে মুতাহ্‌হারা, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আহলে বায়াত, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) খাজেগানে নকশেবন্দ, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশতী আজমিরি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গনজে শকর, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া মাহবুবে এলাহী, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত খাজা আখী সিরাজুল হক ওয়াদ্দীন, হযরত খাজা শাহ আলাউল হক গানেজনাবাত, (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হযরত খাজা সুলতান আওহাদুদ্দীন মীর সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী মাহবুবে ইয়াজদানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর পবিত্র আত্মাসমূহে বখশিয়ে দিবেন।

দরূদ শরীফ ১০০ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)

"সূরা ফাতিহা" ৭ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)

"সূরা আলাম নাশরাহ" ৭৯ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা ইখলাস" ১০০০ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
"সূরা ফাতিহা ৭ বার ঃ (বিসমিল্লাহ সহকারে)
দরূদ শরীফ ১০০ বার ঃ
"ইয়া ক্বাজিয়াল হাজাত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া ক্বাজিয়াল মুহিম্মাত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া হাল্লালাত মুশকিলাত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া দাফিয়াল বালিয়াত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া মুনাযয়িলাল বারাকাত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব" ১০০ বার ঃ
"ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব" ১০০ বার ঃ
"ইয়া শাফিয়াল আমরাদ" ১০০ বার ঃ
"ইয়া মুজিবাদ্দাওয়াত" ১০০ বার ঃ
"ইয়া গিয়াসাল মুসতাগিসীনা আগিসনি" ১০০ বার ঃ
"বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিনঃ ১০০ বার ঃ
"আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন" ১০০ বার ঃ
শাজরা শরীফ ঃ
মীলাদ শরীফ ঃ
মুনাজাত ঃ

https://ashrafilibrary.blogspot.com

খতমে গাউসিয়া শরীফ

ইস্তিগফারে আউলিয়া ১১ বার ঃ
দরুদ শরীফ ১১ বার ঃ
সূরা ফাতিহা ১১ বার ঃ
সূরা আলাম নাশরাহ ১১ বার ঃ
সূরা ইখলাস ১১১১ বার ঃ
কালিমায়ে তামজিদ ১১১ বার ঃ
ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ুম লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন ১১১ বার ঃ
ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আস্তাগিসু ১১১ বার ঃ
হাসুবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসির ১১১ বারঃ
রাব্বি আন্নি মাস্‌সানিয়াদ্দুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমিন ১১১ বার ঃ
ওয়া উফাভভিদু আমরি ইল্লাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাসিরুম বিল ইবাদ ১১১ বার ঃ
দরুদ শরীফ ১১ বার ঃ
ইয়া রাসুলাল্লাহি উনজুর হালানা ইয়া হাবিবাল্লাহি ইসমা ক্বালানা ১১ বার ঃ
ইয়া শেখ আব্দুল ক্বাদির জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ ১১ বার ঃ
সাহহিল ইয়া এলাহী আলাইনা কুল্লা সায়াবিন বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল আবরার ১১ বার ঃ
ইস্তিগফারে মালাইকা ১১ বার ঃ
শাজরা শরীফ ঃ
মীলাদ শরীফ ঃ
মুনাজাত ঃ

https://ashrafilibrary.blogspot.com

https://ashrafilibrary.blogspot.com

pdf By Ahmad Raza Ashrafi

https:// ashrafilibrary.blogspot.com